রেখা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত।

কলিকাতা।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল্ লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন ; সাহিত্য যন্ত্র হইতে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১।

মূল্য চারি আনা।

উৎসর্গ।

রেখা
তরুণ বয়সের রচনা ;
ইহার
আশা ও স্বপ্ন
পরিণত-বয়স্কের পক্ষে
খেলানা মাত্র ;
এ খেলানা কাহার নিকট রাখিব?
যাঁহার অঞ্চলে আমার
ক্ষুদ্র সম্পত্তি রাখিয়া জুড়াইতাম,
আজ তিনি নাই ;
তথাপি এ ধনে তাঁহারই
অধিকার,
তাই এই শিশুর খেলানা
আমার এ 'রেখা'
আমার পরমারাধ্যা
৺ মাতৃ দেবীর
নামে উৎসর্গ করিলাম।

রেখা-প্রণেতা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

রেখা।

জন্মান্তর-বাদ।

'জন্মান্তর'-সম্বন্ধে খৃষ্টানদের বিশ্বাস নাই; আমাদের ব্রাহ্ম বন্ধুগণও জন্মান্তর মানেন না। তবে আমরা পশ্চিম-দেশীয় কি এতদ্দেশীয় আধুনিক কোন বড়-কর্ত্তার ডাক-দোহাই না মানিয়া, যুক্তি দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

জন্মান্তর-বাদের ভিত্তি আত্মার অবিনশ্বরত্ব। জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া যদি জীবকে কতকগুলি শীতোষ্ণ সুখদুঃখ-সম্বলিত অনুভূতির সমষ্টি-মাত্র বলা হয়, তবে অবশ্যই ঘটনাচক্রে সেই সব অনুভূতির মিলন ও বিমিশ্রণ একরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা মানি না। জীবাত্মা না থাকিলে অহংজ্ঞান হইত না। অনুভূত জ্ঞান স্বীকার করিতে অনুভব-কর্ত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি একবার-মাত্র অনুভব-কর্ত্তা একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তবে তাহার অবিনশ্বরত্বও অবশ্যই মানিতে হইবে। কারণ, জগতে কোন বস্তুর ধ্বংস কি উৎপত্তি তুমি দেখ না। যাহা আছে, তাহা চিরদিনই আছে; যাহা নাই, তাহা আজও নাই, কস্মিন্‌কালেও হইবে না।

তবে জড়-বস্তু সম্বন্ধে রূপান্তর দেখি কেন? যতগুলি পরমাণু দ্বারা বিশ্বরাজ্য গঠিত, সেগুলি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। পরমাণু নিত্য। যাহা কিছু আছে, সকলই নিত্য। তবে রূপ শুধু অনিত্য। রূপ বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

বস্তুর রূপ আর নাম সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বস্তুর রূপ আর নাম, অবস্থাবিশেষে সেই বস্তুর পরিচয় চিহ্নমাত্র। বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন তাহাদের পৃথক সত্বা নাই। তাহার অর্থ, ইহসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই গতিশীল; আর, এই গতি-হেতুই পরমাণুর সর্ব্বদা অবস্থান্তর হইতেছে, অবস্থান্তরহেতু রূপ আর নাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু কোন দ্রব্যের নূতন উৎপত্তি কি ধ্বংস হইতেছে না। জড় বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে, জীবাত্মা-সম্বন্ধেও এই যুক্তি অবলম্বিত হইতে পারে। মন, গতিশীল; মানসিক ভাব সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি শিশুকালে যাহা ভাবিতে, এখন তাহা ভাব না; এখন যাহা ভাব, বার্দ্ধক্যে তাহা ভাবিবে না। শিশুর মনে আর প্রৌঢ়ের মনে অনেক প্রভেদ। কিন্তু ছোটকালে তুমি যে ব্যক্তি ছিলে, এখনও সেই ব্যক্তি। স্মৃতি সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া যে তুমি সেই ব্যক্তি, তাহা নহে। স্মৃতি, তুমি গর্ভে কিরূপ ছিলে, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে না—অথচ তুমি সেই এক ব্যক্তি। স্মৃতি, তুমি অতি শৈশবে কি ছিলে, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে না, তথাপি তুমি সেই এক ব্যক্তি। তুমি আজ যদি উন্মত্ত হও, তবে স্মৃতি আজ-কার কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিবে না—তবু তুমি সেই এক ব্যক্তি। নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে—এই তরঙ্গময়ী জীবন-লহরীর শত ঢেউ-রাশির উত্থান-পতন মধ্যে—রূপান্তরের মধ্যে, এক সত্য নিশ্চয়—"তুমি নিত্য।" সেই তুমি যদি নিত্য পদার্থ হইলে, তবে এই দেহ-গ্রহণের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে, দেহত্যাগের পরেও তুমি থাকিবে। এইরূপে জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত হইলে জন্মান্তর সমর্থন করিয়া যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ রাজ-শ্রীযুক্ত ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিপূর্ণ, কেহ আতুর, ভিক্ষাজীবী, কুষ্ঠগ্রস্ত। এক দিকে পুরস্কার-রূপে সুখ, অন্য দিকে দণ্ড-রূপে কঠোর দুঃখ, অবস্থা-বিভেদে, সংসার-রঙ্গালয়ে, সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আবার মানসিক শক্তি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, একজন বয়ঃসন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়াই মনুষ্য-চিন্তার নেতা, সমাজের অগ্রণী—তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ভক্তির মাধুর্য্য দেখিয়া শুক্ল-কেশ বৃদ্ধও তাঁহার নিকট মস্তক নত করিতেছে। একজন জন্মমাত্রই প্রহ্লাদ, এক-জন যৌবন-প্রারম্ভেই কেশব সেন; অন্য একজন অশীতি বর্ষ পার হইয়াও সেই নিধুরাম পোদ্দার—বুদ্ধি-রাজ্যে শিশু। এই বাহিরের অবস্থাবিভেদ—এই আন্তর্জাগতিক অবস্থা-বিভেদ কি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে না? যদি বিশ্বেশ্বর ন্যায়ময় ও দয়াময় হন, তবে শুধু বিচিত্রতা দেখাই-বার অনুরোধে, তিনি একজনকে রুগ্ন, ভগ্ন, কৃশ, পঙ্গু বা জ্ঞান-শূন্য করিয়া, অন্য এক জনকে দিব্য-লাবণ্য-যুক্ত দিব্যশ্রীসম্পন্ন সরস্বতীর বরপুত্র করিয়া সৃষ্টি করিবেন, এ কথা কি ধারণা হইতে পারে?

তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ বিচিত্র, সেইরূপ ন্যায় দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার ন্যায় এত দূর সম্পূর্ণ যে, এই বিশ্ব-সংসারে পূর্ণ সমৃদ্ধির অনুরোধেও তিনি একটী কীটকেও অন্যায় পীড়ন করিবেন না। এ সম্বন্ধে ইংরেজ কবির এই কথাগুলিও বড় সত্য,—

"All nature is but art, unknown to thee,
All chance, directions which thou cans't not see;
All discord, harmony not understood;
All partial evil, universal good:

And spite of reason, in erring reason's spite,
One truth is clear, whatever is, is right"

এই ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই ক্ষুদ্র নহে। প্রতি পরমাণুই অনন্তের অঙ্গ। একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার মধ্যে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিজ্ঞান পরাভূত হয়। তোমার মধ্যে যতগুলি উপকরণ আছে, পিপীলিকাতেও তাই আছে। পিপীলিকার শরীরের প্রতি শোণিত-বিন্দুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের সমষ্টি। সেই সব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব-দেহের শোণিতও আবার অণুপ্রমাণ জীবসমুচ্চয়ের সমষ্টি। একটা ঐরাবতের মধ্যে যে উপকরণ রহিয়াছে, একটী অণুপ্রমাণ জীবদেহেও সেই সমুদয়ই আছে। দেখ দেখি, পিপীলিকা কি প্রকাণ্ড! কত কোটী জীব এক পিপীলিকাদেহে বিরাজ করিতেছে। একটী নিমেষ অতি ক্ষুদ্র সময় বলিয়া তুচ্ছ করিতেছ, কিন্তু এক নিমেষে কত ক্ষুদ্র জীবাণু জন্মিল, মরিল—প্রেম, দ্বন্দ্ব শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ-ভাব বুঝিল, তাহার ইতিহাস দেখ দেখি! সেই নিমেষ-মাত্র কালের অবয়ব আঁকিয়া দেখাও দেখি! এই যাহা এখনই বিলীন হইল, তাহা কি অনন্ত রত্নাকরের ন্যায় অনন্ত রত্ন নিয়া ডুবিল—তাহার হিসাব দেও দেখি! তাই বলি, স্থূল চক্ষে এই বিশ্ব মহান, অনন্ত, সুনিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুগঠিত। সূক্ষ্ম চক্ষে একটী পরমাণুও বিশ্বের ন্যায় বৃহৎ, সহস্র কোটী নিয়মাধীন, অনন্ত ও নিত্য। অবস্থা-চক্রে সকলই আবর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই সুনিয়ম সুব্যবস্থা; নৈতিক নিয়ম, বহির্জাগতিক নিয়ম পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন নহে—একাধারে সহোদরের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। বৃহতের অনুরোধে ক্ষুদ্রের প্রতি অবিচার এখানে নাই। এখানে ক্ষুদ্র

কিছুই নহে। যদি বল, একটী অণুর প্রতি অবিচার হইতেছে, আমি বলিব, এক ব্রহ্মাণ্ডের উপর অবিচার হইতেছে। কারণ, সূক্ষ্ম চক্ষে দেখিলে বুঝিবে, এই একটী অণুই একটী ব্রহ্মাণ্ড।

যদি বল, অন্ধ যে চক্ষুষ্মান্ নহে, বন্ধ্যার যে সন্তান হয় না, বিধবা যে স্বামিহীনা—এ গুলি তাহাদের কোন কষ্টের কারণ নহে। অন্ধকারে রজ্জুকে সর্পভ্রম করিয়া তাহারা কষ্ট পাইতেছে মাত্র—প্রকৃতপক্ষে এ গুলি কষ্ট নহে। কিন্তু এ কথা আমরা মানি না। এইরূপ বলিলে, ন্যায়, দয়া প্রভৃতি সমস্ত কথাই অভিধান হইতে মুছিয়া ফেলিতে হয়—দুঃখ যদি দুঃখ না হয়, তবে ন্যায় বা দয়ার ক্ষেত্র কোথায় থাকে?

বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বত্র ন্যায়ে ও দয়ায়, জ্ঞানে ও প্রেমে, যে অপূর্ব্ব মিলন রহিয়াছে, তাহা জন্মান্তর না মানিয়া বুঝাইয়া দেও—শুধু এই জন্ম দিয়া বুঝিয়া দেও, তবে মানিব। যদি বল, তোমার পিতার অপরাধে তুমি দুর্ব্বল হইয়াছ, তোমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা-সম্বন্ধীয় সমস্ত অবনতির জন্য তোমার পিতা কি পূর্ব্বপুরুষবর্গকে দোষী সাব্যস্ত কর;—তাহা হইলেও, সে কথার আংশিক সত্য স্বীকার করিলেও, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বহির্জাগতিক নিয়ম দিয়া বুঝিলাম ও মানিলাম যে, পিতা দুর্ব্বল ও বুদ্ধিশূন্য হইলে—পিতা ধনী কি নির্ধন হইলে, পুত্রও তদনুরূপ হইবে। কিন্তু নৈতিক নিয়ম দিয়া বুঝিতে চাহিলে এখানে অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য দেখা যাইবে। পিতার দোষের জন্য নৈতিক নিয়মানুসারে পুত্র দায়ী হইতে পারে না। এখানে ঈশ্বরের ন্যায়-স্বরূপত্ব কিরূপে দেখিব? বহির্জাগতিক নিয়মের সঙ্গে এখানে নৈতিক নিয়মের ঐক্য হইল না।

এ গুলি অতি পুরাতন যুক্তি। কিন্তু ইহা ছাড়া কি গত-জীবনের সাক্ষ্য দিতে আমার মধ্যে কিছু নাই! এই যে কত শত কৃমি-কীট-জন্ম পার হইয়া মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছি, তাহার সাক্ষ্য দিতে মনের প্রত্যক্ষীভূত—স্মৃতি-অনুমোদিত প্রমাণ কি নাই? প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে পশুভাবটুকু অল্প বেশি বিদ্যমান আছে। ব্যাঘ্রের মত মাংস-লোলুপতা, হস্তীর ন্যায় মদোন্মত্ততা, বৃশ্চিকের ন্যায় দংশনেচ্ছা, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ততা—কাহার মধ্যে নাই বল দেখি? অরণ্যের যত পশু, সবগুলি মনুষ্য-মনে বিদ্য-মান। যিনি যত বেশি জন্ম পার হইয়াছেন, তাঁহার পশুভাব তত হ্রাস হইতেছে। কোন্ পশু হইতে ব্যক্তি-বিশেষের অবতরণ হইয়াছে, তাহা, তাঁহার মনে কোন্ পশু-ভাব বেশি, পর্য্যা-লোচনা করিলে বুঝা যাইবে। যাহার দংশনেচ্ছা বেশি, সে বৃশ্চিকাদি হইতে, যাহার মাংসলোলুপতা বেশি, সে ব্যাঘ্রাদি হইতে মনুষ্য-জন্মে আসিয়াছে—এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় দোষ হয় না।

এই বিশ্বরাজ্য শিক্ষার স্থল—বিশাল স্কুলগৃহ! এখানে প্রত্যেক জীবনই উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য সৃষ্ট, শাসিত ও শিক্ষিত হইতেছে। তবে প্রতি জীবনে যে শিক্ষা হয়, তাহা অতি যৎ-সামান্য। একজন মনুষ্য যে ৫০।৬০ বৎসর জীবিত থাকে, অনন্ত জীবনের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ, যৎসামান্য। এই অল্প সময়েও ভগবান প্রত্যেককে কিছু কিছু শিক্ষা দিতেছেন—অনন্তবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জীবসমুদয় শিক্ষা-লাভ করিতেছে। সর্ব্বত্র তাঁহার শিক্ষা-স্থল—যে স্থানকে তুমি নিতান্ত ঘৃণিত, জঘন্য ও ঈশ্বরের নিগৃহীত স্থান বলিয়া মনে ভাব, সেইস্থানেই তাঁহার

শিক্ষা খুব বেশি। যে অনুতাপ ধর্ম্ম-মন্দিরে হয় না, সে অনুতাপ কারাগৃহে, বেশ্যালয়ে, রুগ্ন শয্যায়, পাপ প্রকোষ্ঠে সর্ব্বদাই হইতেছে। ধর্ম্ম-মন্দিরে তোমার উপদেশমুক্তারাশি বৃথা নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছ, পাপীর গতি কুদিক হইতে ফিরিতেছে না; কিন্তু নিতান্ত জঘন্য বৃত্তির সেবা করিয়া—নিতান্ত জঘন্য স্থলেও মনুষ্য অপূর্ব্ব শিক্ষা পাইতেছে। এইরূপে জীব জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর-সম্মুখীন হইতেছে। এই জীব-জগতের কার্য্য-প্রবাহ সেই পর্য্যন্ত—যে পর্য্যন্ত হারানিধির উদ্দেশ না হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত আলোরেখার ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অন্ধকারে হারা হইয়া, পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, অবশেষে জীব স্বস্থান সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ না করিয়াছে! যোগিগণ ভূত-ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন; কিন্তু আমাদের সে শক্তি নাই। সুতরাং জন্মান্তর সম্বন্ধে যুক্তি দ্বারাই মীমাংসায় পৌঁছিতে হইতেছে। ডারউইন বহির্জ্জগতে ক্রমবিকাশ (Evolution) দেখিয়াছেন; নানাবিধ অবয়ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমস্ত মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে এই কথা সত্য —প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও এই একই কথা সত্য। মাতার উদরে সন্তান প্রথমতঃ উদ্ভিদের মত, তৎপর সর্প-মৎস্য ইত্যাদির আকারে থাকিয়া, ইহার পরে সলাঙ্গূল কুকুরছানা কি মর্কটের আকার অতিক্রম করিয়া, শেষে মনুষ্য-শিশুর অবয়বের ছাঁচ ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,—জীব, সৃষ্টিরাজ্যে এক ছাঁচে ঢালা। বৃক্ষ ভূসংলগ্ন মনুষ্য, মৎস্য সন্তরণশীল মনুষ্য, পক্ষী উড্ডীয়মান মনুষ্য—এই ভাবে এক মনুষ্য-জগতই জগতময়। মনুষ্য-আকার সেই জীব-দেহ-উদ্গমের চরম

স্ফূর্ত্তি। যদি বাহিরে এই কথা প্রমাণ করিলে, তবে অন্তর্জ্জগতে এ কথা মানিতে চাহ না কেন? এক মন, তাহারই বিকাশ করার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ড। বীজ হইতে যেরূপ অবস্থাচক্রে বিশাল কাণ্ডাদি-বিশিষ্ট বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কৃমি কীট হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া সূক্ষ্ম মনই অবশেষে ব্যাস-বাল্মীকি সক্রেতিস রূপে জগতে প্রকাশিত হন। ক্ষুদ্র বীজে যেরূপ বিশাল বটবৃক্ষের উপকরণ নিহিত থাকে, সেইরূপ কৃমি-কীটেও দিগন্ত-প্রসারিণী অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রাগুদ্গম যে নিহিত নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড় ?

ইংরেজের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্ষপীয়র, আর হিন্দুর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। কে বড়, কে ছোট, এই বিষম সমস্যার উত্তর দিতে হইবে। কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক উত্তর দিয়াছেন,—সে উত্তর আমার পছন্দ হয় না। সেক্ষপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি!" সত্য সত্যই কি কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের কবি, আর সেক্ষপীয়র জগতের কবি ? এ উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু কালিদাসকে মেঘে উঠাইয়াছেন,—তাহা বেশ ! সে বিমানবিহারী কল্পনাশীল মহাকবির স্থান, আমরাও তন্নিম্নে নির্দ্দেশ করি না। তবে সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড়, ইহা ঠিক করিবে কে ?

ইংলণ্ডে প্রকৃতি দেবীর বড় একটা মধুর হাস্য নাই—সেখানে প্রকৃতি শীতভীতা, ম্রিয়মাণা ;—এখানে যেমন নবনীলজলদে শশি-লেখা শোভা পায়,—বিল্বার্কখদিরপূর্ণ, কপিত্থ-ধব-সংকুল কাননরাজি চিত্ত হরণ করে,—প্রতি সাধুপুষ্পিত উদ্যানে বিহঙ্গের সপ্তম ঝঙ্কারে মন প্রীত হয়,—ইংলণ্ডে সে সব শোভা নাই। প্রকৃতি সে স্থানে শীত-ভীতা। যদি তবু বল,—চন্দ্র হাসে, সূর্য্য কিরণ দেয় ; তাহা রোগীর হাস্যের ন্যায় নীরস,—আমাদিগের দেশের তুলনায় নীরস। সেক্ষপীয়র এ হেন বাহ্য প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বড় মুগ্ধ হন নাই,—প্রকৃতির কুসুম-উদ্যানে তিনি কালিদাস-ভ্রমরের ন্যায় উপমা খুঁজিয়া বেড়ান নাই। মানব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছে, কিন্তু সমস্ত মানব-প্রকৃতির নহে। তিনি ঋষিতুল্য পুরুষ দর্শন করেন নাই,—ইংলণ্ডে যেমন আমাদের দেশের মত ফুল্ল পদ্ম-কুসুম জন্মে না,

সেইরূপ নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঋষিও সে দেশের অধিবাসী নহে। সেক্ষপীয়র আঁকিয়াছেন—ঝড়। যদি উল্কা দেখিতে চাও,—যদি মেঘ-সঞ্চারে বিদ্যুদ্দামের খর নর্ত্তন দেখিতে চাও,—যদি ভালবাসার ঝড়ে কিরূপে হৃদ্‌গিরি বিধ্বস্ত হয়,—নৈরাশ্য কিরূপে উন্মত্ততার ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু আনয়ন করে,—বীরের কুঞ্চিত ভ্রূর নিকট কিরূপ ছিন্ন শারদীয় মেঘের ন্যায় সৈন্যরাশি উড়িয়া যায়, যদি দেখিতে চাও, তবে সেক্ষপীয়রে এ সব সকলই পাইবে। ঝড়, বৃষ্টি, প্রাবৃট্‌কাল, অগ্ন্যুৎপাত, শিশির, কুসুম, তেজ, অশনি,—একত্র এক সেক্ষপীয়র।—এ সব বাহ্যপ্রকৃতির নহে,—অন্তঃপ্রকৃতির। তবে কালিদাস বড় কি সেক্ষপীয়র বড় ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না,—এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। মেঘ বড়, কি ঝড় বড়,—দাবানল বড়, কি জলপ্লাবন বড়,—কোকিলের পঞ্চম ঝঙ্কার ভাল, কি প্রস্ফুট পদ্মকুসুমের শোভা ভাল, কে বলিবে ? কে বলিবে,—নবোদিত বাল-ভানু সুন্দর, কি নব-বসন্তানিলচালিত মধুর-চারুপর্ণোদ্গত রক্ত পলাশ সুন্দর ? কে বলিবে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন বড়, কি বীণাধারী নারদ বড় ? কে বলিবে সক্রেতিস্‌ বড়, কি এস্‌কাইলাস্‌ বড় ?—ইহাঁরা দুই ভিন্ন উপকরণে নির্ম্মিত, ইহাঁদের কে বড়, কে ছোট, তাহার নির্ণয় হয় না। যদি বল ইহাঁরা উভয়েই কবি, সুতরাং একশ্রেণীর লোক, ইহাঁদের তুলনা কবিত্বাংশে এক স্থানে হইতে পারে,—এ কথা ভুল, ইহাঁরা দুই ভিন্ন জিনিষে নির্ম্মিত, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের শতযোজন দূরে, ভারতীয় কবিতা, ইংলণ্ডীয় কবিতার শতযোজন দূরে। নামে শুধু মিল থাকিলে হইবে কি ? তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, সেক্ষপীয়র সমস্ত

পাঠ করিলে বুঝা যায়, প্রতিভা ইহা হইতে বড় হইতে পারে না। যে সব উপকরণে কবি তাঁহার নাট্য-মঠ রচনা করিয়াছেন, সে সব উপকরণে সেই নাটক গুলি হইতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর রচনা হয় না,—কালিদাস যে ক্ষেত্রে বিহার করিয়াছেন, যে ক্ষেত্র শত সুন্দর উপমা দিয়া তিনি সজ্জিত করিয়াছেন,—সে ক্ষেত্রে তিনি নিজে নিরুপম,—তাঁহার উপমা আর নাই!

যদি বলিতে, সেই অপূর্ব্ব-শক্তি-বিশিষ্ট, অন্ধকার-চিত্র-অঙ্কন-পটু জন্ ওয়েবষ্টার বড়, কি সেক্ষপীয়র বড়, তবে বরং একটা উত্তর দেওয়া যাইত। যদি পিল, গ্রীণ, মারলো, ন্যাশ, ফিলিপ, মেছেঞ্জার, সারলি, বোমেণ্ট, ফ্লেচার, ইহাদের সঙ্গে নাট্যাংশে সেক্ষপীয়রের স্থানে স্থানে তুলনা করিয়া দেখিতে, তবে সঙ্গত হইত। এলিজাবেথিয়ান কবিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সেদিন যে বিদ্যুতের ন্যায় বাইরণ কি শিলারের প্রতিভা য়ুরোপীয় সাহিত্যাকাশ চমকিত করিয়া চলিয়া গেল,—সেই বাইরণ কি শিলারের সঙ্গে সেক্ষপীয়রের তুলনা করিয়া, যদি তাঁহাদিগকে সেক্ষপীয়রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে, তবুও বুঝি সঙ্গত হইত, সে তুলনা এক ক্ষেত্রে। ভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনা দিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

সেক্ষপীয়র অদ্ভুত-প্রতিভাশালী। ঐ দেখ, করিওলেনাস যোদ্ধা একক সহস্র লোকের ভিড়ে দাঁড়াইয়া। সহস্র অসি তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত,—তাঁহার একটী জীবন বুঝি ধূমের মত লোক-বিদ্বেষ-তেজে উড়িয়া যায়। প্রবল-উত্তাল-তরঙ্গমালা-সংকুল ঘোর-গভীর-ঝটিকান্দোলিত সমুদ্রের মধ্যে অর্ণব-পোতের জীবননাশের আশঙ্কা, আর আজ করিওলেনাসের জীবন-

নাশের আশঙ্কা এক। বৃদ্ধ সিনেটারগণ তাঁহাকে পরাভব মানিতে কত অনুনয় করিতেছেন,—তাঁহাকে সে জ্বলন্ত হুতাশনবৎ ক্রোধ-প্রদীপ্ত ভিড়ের মধ্য হইতে আনিতে কত চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু করিওলেনাস নিরুত্তর,—নিঃশব্দে, ক্রোধে স্ফীত হইতেছেন। যে মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা বড় বেশি, সেই মুহূর্ত্তে অনুনয়কারী বৃদ্ধ বন্ধুর হস্ত জোরে ত্যাগ করিয়া, অসি নিষ্কাশিত করিয়া একটী মাত্র কথা বলিলেন,—সেক্ষপীয়র সেই একটী কথায় তাঁহার চরিত্র আঁকিলেন ;—

Cor,—(*Drawing his sword*) No ; I'll die here.

এই বীরত্ব মাতার নিকট পরাস্ত। পাঠক, দেখ দেখ— এখানে ফুল দিয়া বিধি শাল্মলী তরু কর্ত্তন করিতেছেন ! ঐ যে বীর হুঙ্কারে দিক কাঁপায়,—মাতার নিকট সেই অজেয় যোদ্ধা জিত। একবার সেই স্বর্গীয় দৃশ্য পাঠক দেখ, দেখ ! বীরের মান, বীর মাতৃস্নেহের দেবমন্দিরের নিকট বলি দিতেছে। কিন্তু সেই মান বিসর্জ্জন দিতে মানী মাতার নিকট বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে বলিতেছে,—

Well I must do't :
Away my disposition, and possess me
Some harlot's spirit ! My throat of war be turned
Which quired with my drum into a pipe,
Small as a eunuch, or the virgin voice
That babies lull asleep !
Mother ! I am going to the market place ;
Chide me no more :—

কিন্তু সে বাক্যদান বৃথা। সেক্ষপীয়র তোমার কথার উপর

নির্ভর করিয়া তোমাকে আঁকিবেন না। তিনি যে মুখ দিয়া তোমার কথা বাহির করাইলেন,—সেই মুখ দিয়াই কথা ভঙ্গ করাইলেন,—তোমার চরিত্র ঠিক রাখিলেন। করিওলেনাস যখন রোম হইতে নির্ব্বাসিত হন, তখন যে কথা বলিয়াছেন,—তেমন পরুষ বচন কি কেহ শুনিয়াছ?

You common cry of curs! whose breath I hate.
As reek of the rotten fens whose lores I prize
As the dead carcases of unburied men
That do corrupt my air,—I banish you;
And here remain with your uncertainty.
Let every rumour shake your hearts!
Your enemies, with nodding of their plumes
Fan you into despair!—Despising,
For you, the city thus I turn my back.
There is a world elsewhere."

আর ঐ দেখ, ম্যাক্‌বেথ আকাশে উদিত ক্ষীণ নক্ষত্রপংক্তিকে মুখ ঢাকিতে বলিয়া,—স্থির ধরিত্রী তাহার পদক্ষেপে যেন কম্পান্বিত, নিদ্রা যেন তাহাকে খড়্গহস্ত দেখিয়া শিহরিত,—অনুভব করিয়া, চোরের ন্যায় রাজ-প্রাণনাশ মনস্থ করিয়া ছুটিল। সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে একবার শুধু বলিয়া গেল,—

Thou sure and firm-set earth
Hear not my steps which way they walk, for fear
Thy very stones prate of my whereabout.

তাহার স্ত্রীও বলিয়াছিল,—

Let not heaven peep through the blanket of the dark.
To cry, Hold, Hold!

কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! যখন স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ ম্যাক্‌বেথ শুনিল,

তখন তাহার মুখে দর্শনশাস্ত্রের সত্য বাহির হইল।—প্রকৃত দুঃখে, প্রকৃত অনুতাপে, মনুষ্য দার্শনিকের চক্ষু লাভ করে!—এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর কতবার শুনিয়াছ,—এ কথা দুঃখী ম্যাক্‌বেথ-এর মুখে একবার শুন ;—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools,
The way to dusty death. Out, out, brief candle !
Life's but a walking shadow ; a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more : it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing.

একটী কৃষ্ণ-দেহ অমিত-তেজা বীর ডেসডেমনাকে ভাল বাসিয়া ডেসডেমনাকে বধ করিল,—নিজেকে বধ করিল। কিন্তু সেই উন্মত্ত ঝড় দেখাইতে যাইয়া নিপুণ কবি ঝড়-তাড়িত কত সুন্দর কুসুমরাশি ছড়াইয়া ফেলিলেন, তাহা দেখ দেখি! ওথেলো কৃষ্ণবর্ণ কদাকার ; সেই কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধার হৃদয়-প্রস্তরে ডেসডেমনার মূর্ত্তি কত সুন্দর হইয়া বিম্বিত হইয়াছিল। ওথেলো পাগল হইয়া একবার বলিতেছে ,—

—She could lie by an emperor's side and command him tasks ! World hath not a sweeter creature !—

আবার বলিতেছে,—

An excellent musician,

She can sing away the savageness of a bear !

আর যখন মাতৃসন্নিধানে, মর্ম্মপীড়ায় অভিভূত যুবক পিতার প্রতিকৃতি আর খুল্লতাতের প্রতিকৃতির বৈষম্য দেখাইতেছেন, তখন সেই কয়েক ছত্রে সেক্সপীয়রের সমস্ত প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ পাইয়াছিল ; সেই কয়েক ছত্রে,—বজ্রের ন্যায়, কঠোর কুসুমের ন্যায় কোমল, সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত কথা ছড়াইয়া আছে ! বাঙ্গালা প্রবন্ধে ঘন ঘন ইংরেজী উদ্ধৃত করিব না। উদ্ধৃত করিয়া সেক্সপীয়রের প্রতিভার শোভা দেখাইতে হইলে, অন্ততঃ হ্যামলেট, কিংলিয়ার, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো, এই চারিখানা পুস্তক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে হয়। এই অত্যাশ্চর্য্য মহীরুহের প্রতিপত্রে দর্প —প্রতিপত্রে অহঙ্কার,--প্রতিপত্রে উজ্জ্বল রাজসিক ধর্ম্ম। এই বৃক্ষের ভিত্তি—আত্মাভিমান-প্রসূত ভালবাসা। সেক্সপীয়র ইংরেজ জাতির দর্পণ। যে সব জাতি রাজসিক ধর্ম্মের উর্দ্ধে পৌঁছে নাই, সেক্সপীয়র তাহাদিগের দর্পণ।

সেক্ষপীয়র বড় কি কালিদাস বড় ? কিরূপে বলিব ? মহাভারত রামায়ণ,—দুই বিপুল কাব্যতরু,—ধর্ম্মতরু,—কল্পতরু—যাহা চাও, তাহাই পাইবে। ইহাদের কাণ্ড সারবান,—যুগ-যুগান্তরে অক্ষয়, অমৃতভাণ্ডার ; যদি মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব সমুদ্রাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে বোধ হয় প্রলয়-অবসানে ভারতলক্ষ্মী সেই দুই অমৃতোপম মহাগ্রন্থ কক্ষে লইয়া আবার উঠিবেন। এই দুই মহাবৃক্ষ হইতে মন্দার-কুসুমবৎ কয়েকটী ফুল ফুটিয়াছে, —তন্মধ্যে কালিদাস-পুষ্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই পুণ্যতরু-দ্বয়ের রস

গ্রহণ করিয়া কালিদাস-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—তাহার প্রতি-পর্ণে নবীন উজ্জ্বল বর্ণ।

সেক্ষপীয়র পৃথিবীর কবি—কালিদাস স্বর্গের কবি। কারণ, নির্ম্মল মন্দার কুসুম আর কোথায় ফুটে? তেমন আনন্দ-লহরী আর কোথায় ছুটে? সেই শোভন প্রতিরঞ্জিত দলে কত মাধুর্য্য! এই বিশ্ব সংসার কলিদাসের চক্ষে কুসুম-উদ্যান। মক্ষিকা হইয়া কালিদাস ইহা হইতে মধু সঞ্চয় করিয়াছেন। ভ্রমর হইয়া উপমালহরীগুঞ্জন করিয়াছেন, নবোদিত চন্দ্র হইয়া কালিদাস সাহিত্যাকাশে হাসিয়াছেন;—তেমন হাসিতে আর কে জানে? যখন বাল্মীকির রামায়ণরূপ মহাবৃক্ষ হইয়াছিল, তখন বোঝা গিয়াছিল,—যদি এই তরুর ফুল হয়, তবে তাহা লইয়া দিগঙ্গনা হাসিবে। সে শোভা প্রকৃতি-পটে আর ধরিবে না। যদি ইক্ষুদণ্ডে ফুল ফোটে, যদি খর্জ্জুর বৃক্ষে চন্দন তরুতে পুষ্প হয়, যদি পদ্ম-কুসুমের কণ্ঠে সংগীত সুধা হয়, তবে তাহার তুলনা কোথায়? কালিদাস ইক্ষুদণ্ডের ফুল,—খর্জ্জুর-চন্দন-তরুর অপূর্ব্ব পুষ্প, তাই কালিদাস অপার্থিব। সঙ্কুচিতা শকুন্তলার সলজ্জ দিব্য লাবণ্য কি মধুর! কি হৃদয়গ্রাহী! সেই যে দুষ্মন্তের চিত্ত চীনাংশুক-রচিত কেতুর ন্যায় পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, অথচ বাধ্য হইয়া শরীর পুরোভাগে অগ্রসর হইতেছে; সেই তপোবনবিহারিণীর স্বভাবজ রূপ মণ্ডনহীন হইয়াও শৈবাল-রম্য কমলিনীর ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে, আর তদ্বিরহে কামের কুসুমশর এবং ইন্দুর শীতরশ্মি, বজ্রসারের ন্যায় রাজার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে;—এ বিচ্ছেদ, এ প্রেমকাহিনী কত সুন্দর, চক্ষু ভরিয়া দেখ দেখি! গিরিবিহারিণী পার্ব্বতী স্তন-ভিন্ন-বল্কলা হইয়া ক্রত

চলিতেছেন, কভু বা কপট সন্ন্যাসীর সহসা শিববেশ দর্শনে প্রতিহত তরঙ্গিণীর ন্যায় পাদৈক উত্থিত করিয়া চকিতে দাঁড়াইতেছেন,—এ সব চিত্র যিনি একবার পড়িয়াছেন, তিনি ভুলিবেন না। বংশীধ্বনির ন্যায় এ সৌন্দর্য্য তাঁহাকে যাবজ্জীবন মুগ্ধ করিয়া আমন্ত্রণ করিবে। বসন্ত, প্রিয়-সখা কামের সঙ্গে, হিমগিরি-শৃঙ্গে উপনীত হইল,—তাহার আগমনে মাধবীলতা গন্ধপূর্ণা হইল,—কুন্দগুল্ম পুষ্পিত হইল, রঞ্জক আর নাগবৃক্ষের শোভা আরও মনোহর হইল। বসন্ত,—সদ্যঃপ্রবালোদ্গমচারুপত্র নব-চূত-কুসুমশরে দ্বিরেফপংক্তি দ্বারা যেন কামদেবের নামাক্ষর সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। অশোকপুষ্পের রঞ্জিত দল পৃথিবীর বক্ষে পড়িয়া কামকর-লাঞ্ছিত যুবতীর উরসের শোভা প্রকটিত করিয়াছিল; বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছিল; পাখী কাকলী দ্বারা সেই তপোবন মুগ্ধ করিয়াছিল—সেই সময়ে নন্দীর শাসনে ফুল ফুটিতে যাইয়া ফুটিল না; বৃক্ষ-পত্র সমীর-সঞ্চারে কাঁপিতে যাইয়া নিষ্কম্প হইল; পাখী সুললিত স্বর ছড়াইতে যাইয়া মূক হইল; দ্বিরেফ মধু লুটিতে যাইয়া লুটিল না,—সমস্ত বনপ্রদেশ আলেখ্যের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইল। পার্শ্বে যোগী দেবদারু-দ্রুম-বেদিকায় সমাসীন। তিনি ধ্যানস্থ। তাঁহার দুই করপল্লব অঙ্কে স্থাপিত; তাহা প্রফুল্ল রাজীবের ন্যায় সুন্দর। ইন্দ্রিয়নিরোধহেতু তিনি অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায় স্থির, নিস্তরঙ্গ জলধির ন্যায় শান্ত, নিবাত দীপশিখার ন্যায় নিষ্কম্প। কালিদাস যদি সেক্ষপীয়রের ওথেলো না আঁকিতে পারেন,—সেক্ষপীয়র এরূপ শিবচিত্র আঁকিতে হার মানিবেন। আর সেই ১২০ শ্লোকে উপমার অদ্ভুত লীলা, সৌন্দর্য্যের রসসাগর, ভাষার অমূল্য ভাণ্ডার,—

রত্নাকরসদৃশ মেঘদূত কে পড়িয়াছে এবং পড়িয়া ভুলিতে পারিয়াছে !

কালিদাসের প্রতিছত্র কবিত্বপূর্ণ ! সে যেন একাধারে ভ্রমর-গুঞ্জন, বীণার নিক্কণ, কুসুমের গন্ধ, কুসুমের শোভা। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে কালিদাসের রাজ-সিংহাসনের নিকট অন্য কবিগণের রাজস্ব দেয়।

ভারত-ভাণ্ডারে কহিনুর লুণ্ঠিত, সোমনাথ লাঞ্ছিত, অগণিত রত্নরাজি এদেশ হইতে নীত হইয়া পরকীয় কিরীট-কুণ্ডলে শোভমান। ভগবানের শ্রীদেহ-সৌষ্ঠব কৌস্তুভমণি পর্য্যন্ত এ দেশে হইতে অপহৃত। তথাপি এই দলিত লাঞ্ছিত দেশে হিন্দু আজ অষ্ট শত বৎসরের লাঞ্ছনা ভুলিয়া সাহিত্যের শত রত্নখনি প্রীতিব্যঞ্জক নেত্রে দর্শন করিবে। শাস্ত্রের তাজ শিরে পরিয়া হিন্দু আজ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় আপনাকে উচ্চ জ্ঞান করিবে।

যাক্ তবে কহিনুর, কৌস্তুভমণিরাজি !—কহিনুর—কৌস্তুভ, ভাঙ্গে,—ম্লান হয় ! সে সব রত্ন লুণ্ঠনযোগ্য। কিন্তু যে রত্ন অবিনশ্বর, যাহার ক্ষয় নাই, লুণ্ঠন হইলে যাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়,—হৃদয় যাহার সিংহাসন,—এস সেই রত্নরাজি, হিন্দুর বক্ষে চিরদিন বিরাজ কর।

বাল্মীকি ও হোমার।

(রামায়ণ ও ইলিয়াড।)

প্রতিভা কখনও ধর্ম্মবীর, কখনও কবি-রূপী। প্রতিভা ভগবানের অবতার—যখন পাপের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে হইবে, তখন প্রতিভা বুদ্ধ, বামন, কল্কি। যখন পুণ্যের অক্ষয় চিত্রপট প্রতিভার হস্তে, তখন প্রতিভা ব্যাস—ব্যাস নারায়ণের অংশ।

কবি অতীতের সাক্ষী; সূর্য্যদেব অন্ধকার জগতের সাক্ষী, কল্যকার নহেন। কবি অতীতের চিত্রপট অক্ষয়রূপে উজ্জ্বল করেন—অবিনাশী বর্ণে প্রতিভান্বিত করেন; সেই সাক্ষী দ্বারা আমাদের উচ্চবংশ প্রমাণ করি। শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে কুসুম-কুন্তলা মহী মুক্তামালা-গলে এমনি হাসির ছটায় দিক্ উজ্জ্বল করিতেন, গঙ্গাবক্ষে পদ্ম-রেণুতে রক্তাঙ্গ চক্রবাক বিহার করিত, কুমুদ-কহ্লার-কুট্মলে যে এত শোভা ছিল, তাহা কে জানিত? কে জানিত—বালেন্দুবক্র পদ্ম-পলাশ, কি রমণীচরণস্পর্শসাপেক্ষ প্রস্ফুট রক্তাশোক, শত শত বৎসর পূর্ব্বে এত সুন্দর ছিল! কেবল কালিদাসভ্রমর কবিত্ব-মধুচক্রের অক্ষয় ভাণ্ডারে সে অমৃত আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন—তাই আমরা এখনও সে অমৃতপায়ী। আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে জ্ঞানের এভারেষ্ট-শৃঙ্গ, বুদ্ধির মেরু, ধর্ম্মের মাউণ্ট-ব্ল্যাঙ্ক ছিলেন, তাহাই বা কিরূপে প্রমাণিত হইত? ডারউইনের মর্কট-শাস্ত্রের স্রোতে নিঃসহায় ভাসিয়া যাইতাম,—যদি কতকগুলি তালপত্র—নাদের-সা, মামুদ গজনি, আওরঙ্গজেব ও সিরাজোদ্দৌলা প্রভৃতির কঠোর

শাসন সহ্য করিয়াও, যুগ-যুগান্তপরে আমাদিগের করায়ত্ত না হইত! সেই তালপত্রগুলিতে অক্ষয় জীবনীশক্তি না থাকিলে কি এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও সর্ব্বহর কাল-যুদ্ধে অক্ষতদেহে তিষ্ঠিয়া, সেইগুলি আমাদের হস্তে পৌছিতে পারিত! পিরামিড-স্খলিত ইষ্টক বিলয়োন্মুখ; তাজমহলের মণি অপহৃত; কত শত কীর্ত্তির মঠ ছিল—তাহাও ভূশায়ী; অত্যাশ্চর্য্য মহীরুহের ন্যায় যে শিল্পের গৌরব আকাশ চুম্বন করিয়াছিল, ভূরেণুতে তাহার ইতিহাস পাঠ কর। এই সব মনুষ্যকৃত, তাই কাল ধ্বংস করিতেছে; কিন্তু, ভগবদ্-বাক্য সম্ভ্রম করিয়া, কাল স্বয়ং তালপত্রের বেদ কলিযুগে মাথায় করিয়া আনিয়াছে।

কবি জাতীয় সৌন্দর্য্যে ও মাহাত্ম্যে ডুব দিয়া আত্মহারা। জাতীয় গুণ-সুষমায় তাঁহার গ্রন্থপত্র অলঙ্কৃত। কিন্তু, তাঁহার জীবনের গন্ধ, তুমি গ্রন্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না। জাতীয় গৌরব, জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় জীবন্ত ইতিহাসময় সেই ফটোগ্রাফ্—কিন্তু কবির জীবনী লুপ্ত! যাহা ভগবান দ্বারা সৃষ্ট, তন্মধ্যে কৌশল, শক্তি, সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত দেখিবে; কিন্তু রচক যবনিকার পশ্চাতে। মহাকবি বিষ্ণু-তেজে অধিকৃত। জাতীয় জীবন ভিন্ন তাঁহার পৃথক সত্ত্বা নাই। তাই,—

"Seven wealthy towns claim for Homer dead,
Through which the living Homer begged his bread."

তাই সেদিনকার সেক্ষপীয়র কসাইর পুত্র ছিলেন, কি তাঁতির পুত্র ছিলেন, তাহা লইয়া এখনও মতভেদ আছে—তাঁহার জীবন প্রায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। ডাণ্টের জীবনের স্থূল স্থূল দুই একটি ঘটনা ভিন্ন কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাল্মীকি দস্যু ছিলেন—এই

কিম্বদন্তী; কিন্তু কোন্ বৃক্ষের তালপত্রে প্রথম সূচিত হয়, তাহা, কত চেষ্টা করিয়াও, স্তাবকবৃন্দ জানিতে পারিতেছেন না।

ইহাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নাই—জাতীয় জীবনেই ইহাঁরা জীবন-ময়। এক রামায়ণ কি ইলিয়াডে কি দেখি? তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যামিতি, শিল্প, বাণিজ্য, পুরুষ, স্ত্রীলোক, সু, কু, সুন্দর, কুৎসিত, গুল্ম, লতা, পর্ব্বত—এক সংক্ষিপ্ত পৃথিবী, অতীতের চিত্র ধরিয়া, অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত। বর্ত্তমান চিত্রপট দর্শন করান—সূর্য্য; অতীত দর্শন করান—কবি। উভয়েই দৈব তেজে তেজস্বী—উভয়েই নমস্য।

জয়দেব কেন্দুবিল্ব-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কি না; বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী, কি বঙ্গদেশীয়, এবং চৈতন্য-দেবের কত পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কেইডমান ঘোড়া-শালার রক্ষক ছিলেন কি না; ব্যাসদেব কি সত্য সত্যই জারজ; সেক্সপীয়রের মৃত্যু-কালে শুধু তাঁহার বড় গৃহখানা স্ত্রীকে দেওয়াতে কি দম্পতির অসদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; পিণ্ডারের অধরে দৈব বর-প্রাপ্তির রাত্রে কতটি ভ্রমর মধু-সঞ্চয়ে নিযুক্ত ছিল;—জানিলে, তুমি কি সত্য আবিষ্কৃত করিবে? বরং সাধারণ-মনুষ্যজ্ঞানে কবির উপর বীতরাগ হইবে! তাই কবির চিত্রপট দেখ—কবি নিজের জন্য জীবন-ধারণ করেন নাই! তাঁহার বাহ্য জীবন খুঁজিও না—হিম-গিরির সর্ব্ব-উচ্চ শৃঙ্গ হিমে আচ্ছন্ন—জাতির তিলক-শ্রেষ্ঠ কবির জীবন মেঘাবৃত। তাঁহার আত্মা জাতি-ব্যাপক, কবি-অঙ্কিত চিত্রপটে এক জাতির ইতিহাস পাঠ কর। তিনি হিষ্টিরিয়ার রোগীর ন্যায় স্বীয় শক্তি-হীন নিশ্চেষ্ট দেহে সমস্ত প্রকৃতির অপরিসীম বল ধারণ করিয়াছিলেন; তাই প্রকৃ-

তির চিত্রপট তাঁহা দ্বারা অঙ্কিত। তাই বলি, তাঁহার পৃথক সত্ত্বা কল্পনা করিয়া আঁধারে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিও না। দিব্য পারিজাত পাইয়াছ; বৃন্ত না হয় নাই পাইলে!

শিলার, শৈশবে "ওই আশ্চর্য্য বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসিল" বলিয়া, তাহার আদি নির্ণয় করিতে, বৃক্ষারোহণ করিয়া, নভঃসীমান্ত দর্শন করিতেন; আর আমরা, প্রতিভা কোথা হইতে আসিল নির্ণয় করিতে যাইয়া, প্রাচীন তালপত্র খুঁজি। উভয়ই বৃথা!

তবু যদি তাহার আদি নির্ণয় করিতে যাও, তবে দেখিবে— স্বর্গ! প্রস্ফুট ভ্রমর-গুঞ্জরিত পদ্মের আদি স্বর্গ—নিরাবলম্ব মুক্তা-মালার ন্যায় দৃশ্যমান বিদ্যুদ্দামের আদি স্বর্গ; শঙ্করের জটাজূট-ভ্রষ্ট গঙ্গাধারার আদি স্বর্গ; আর প্রতিভার আদি স্বর্গ।

নিম্ন-শ্রেণীর কবিতে অহঙ্কার আছে; তাঁহাদের সাধনাও অপেক্ষাকৃত অল্প। তাই ব্যাস ও বাল্মীকিকে যেরূপ তপঃসিদ্ধ, আত্মবিস্মৃত দর্শন করি, অন্য অন্য কবিকে তদ্রূপ দেখি না। "উমাপতিধর বাক-পল্লব-প্রিয়, কিন্তু ভাষার লালিত্য একমাত্র জয়দেবই জানেন।"—স্বয়ং জয়দেব লিখিতেছেন! "স্বরস্বতী অনুগতা স্ত্রীর মতন আমার পশ্চাৎগামিনী।"—উত্তরচরিত—ভবভূতি। "আমার এই পুস্তকের মর্ম্মগ্রহণক্ষম লোক থাকিতে পারে, কিম্বা পরে জন্মিতে পারে; কারণ, কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা।"—মালতীমাধব—ভবভূতি। "I am the grand Nepolian in the region of rhyme." বাইরণের উক্তি। মিল্টন ও কাউপার আমি 'প্যারাডাইস লষ্ট' বা আমি 'টাস্ক' রচনা করিয়াছি বলিয়া, দর্প করিয়াছেন। ভিক্টার হিউগো 'লা মিজারেবলের' প্রথমেই—"So long that misery exits in

the earth, books like this cannot be useless."—বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"—মাইকেল মধুসূদনের উক্তি। কিন্তু, যিনি বিশ্বের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আমি নাই—তিনি বিশ্বের ন্যায় বিরাট। তাই ব্যাস-বাল্মীকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তারারত্ন-ভূষিত আকাশ—যেন প্রস্ফুট শতদল, এই বল্লরী, ওই মাধবীলতা, ওই বিচিত্র-বর্ণখচিত রামধনু, নীল-তরঙ্গ-ক্ষেপ-চঞ্চলা গঙ্গাধারা, বিমানস্পর্শী বীরত্ব, প্রতিজ্ঞার ভীষ্ম, কর্ত্তব্যের জীবন্ত রাম-মূর্ত্তি, পাপের ভীষণ রাবণদস্যু, কূটচক্রী শকুনি, ইন্দ্রিয়-বিমূঢ় পারিস, ইলিয়াডের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা একিলিস্, বন্ধুত্বের উজ্জ্বল পেট্রোক্লাস-ছবি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, শত শত উজ্জ্বল কীর্ত্তি-মঠ,—প্রাচীন পৃথিবীর এই নিদর্শনগুলি, কাল-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এস, আমরা এই প্রাচীন বাক্স হইতে রত্নগুলি খুঁজিয়া লই। প্রাচীন পৃথিবীর ইহা ছাড়া কিছু থাকিত কি? প্রাচীন তপস্যার ফল ইহাই। ইহারা বর্ত্তমান-অতীতে সখ্যস্থাপন করাইয়াছে; ইহারা মনুষ্য-জাতির গৌরব বুঝাইতেছে; ইহারা না থাকিলে বর্ত্তমান নিশ্চল হইত, পৃথিবী জড় হইত, ভবিষ্যৎ থাকিত না। মনুষ্যাত্মা অমর, ইহা পড়িয়া তাহার পরিচয় পাই। অতীতে ইহারা মনুষ্যাত্মার অস্তিত্বের সাক্ষী, বর্ত্তমানে ইহারা মনুষ্যাত্মার শক্তি, ভবিষ্যতে ইহারা মনুষ্যাত্মার অস্তিত্বের উন্নতির আশাদায়ী। ইমার্সন বলিয়াছেন,—'ইহারা আন্তর্জাগতিক টেলিফোন; সময়ের অসীম দূরত্ব লুপ্ত করাইয়া, ইহাদের বলে

সত্যযুগের মনুষ্য কলিযুগের মানুষের সঙ্গে কথা কহিতেছে, ও ভ্রাতা বলিয়া আহ্বান করিতেছে।'

কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, জয়দেব ভারতীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু ইহাঁদের সঙ্গে তুলনা দিবার যোগ্য কবি য়ুরোপক্ষেত্রে বিরল নহে। ইংলণ্ডে সেক্ষপীয়র, মিল্টন; ফ্রান্সে মলিয়ার, ইয়জুন স্থ, ভিক্‌টার হিউগো, এল্‌ফায়ারি; জার্ম্মানিতে গেটে, শিলার, লেসিং; ইটালিতে ভার্জ্জিল, ট্যাসো, ডান্টে; গ্রীসে স্কাইলাস ও পিণ্ডার;—ইহাঁদিগকে কবিত্বযশের এক চাম্‌চার অংশীদার করিতে, বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-গণও আপত্তি না করিতে পারেন। কিন্তু ব্যাস ও বাল্মীকি অতুল্য; ইহাঁরা ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম রত্ন—জগতে বুঝি তেমন আর নাই। অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্রবৃন্দ স্বর্গ-রাজ্যের ঘাটে-পথে, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য্য বহু নহে। হেলেনার অন্ধ কবি হোমারকে, কি মন্টুয়াবাসী ভার্জ্জিলকে, ব্যাস-বাল্মীকির এক সিংহাসনে বসাইতে যাঁহারা ইচ্ছুক—তাঁহাদিগের জন্য একবার রামায়ণকে ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনা দিব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বহু নিম্নে অবতরণ করিয়া ইনিডের কবির সঙ্গে যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়ার লাঞ্ছনা হইতে মাপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অগত্যা হোমারের সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষা দিতে হইবে। হোমার য়ুরোপীয় উন্নতির মূলে—অক্ষয় যশোমাল্যকণ্ঠে অন্ধ কবি য়ুরোপীয় উন্নতির মূলে। য়ুরোপের সমস্ত জাতি হোমারের নিকট দায়ী। য়ুরোপের সাহিত্যের ভিত্তি—ইলিয়াড; ইলিয়াড কবিত্বের শিকড়। ইলিয়াড হইতে ইনিড—যেরূপ কাণ্ড হইতে শাখা; ইনিড হইতে ডিভাইনা কমেডিয়া—যেরূপ শাখা হইতে পুষ্প। বাল্মীকি হইতে কালিদাস, ভবভূতি; হোমার

হইতে ভার্জ্জিল, ডাণ্টে, সেক্ষপীয়র। যদি বল সেক্ষপীয়র, "Little of Latin and less of Greek" লইয়া, কিরূপে হোমারের নিকট দায়ী? তাহার উত্তর,—সেক্ষপীয়র ইংরেজ-জাতির নিকট দায়ী; ইংরেজ-জাতি রোমের নিকট দায়ী; রোম হোমারের নিকট দায়ী। পুষ্প শাখার নিকট দায়ী, শাখা কাণ্ডের নিকট, কাণ্ড শিকড়ের নিকট দায়ী। মূলে শিকড়—শিকড়ের রস পুষ্পে; পুষ্প স্বীকার না করিলে, পুষ্প পাপিষ্ঠ!

হোমারের ইলিয়াড ২৪ অধ্যায়ে শেষ। এই ২৪ অধ্যায়ের আদি হইতে অন্ত, এক যুদ্ধের ইতিহাস। হোমারের লিখিত ইতিহাসে য়ুরোপের তদানীন্তন সভ্যতম জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ। সে ইতিহাস জীবন্ত—শুধু বাহিরের বিবরণ-লেখকের ইতিহাস কে পড়িত? হোমার কবি, প্রকৃতির যথাযথ বর্ণ অমর অক্ষরে বাঁধা পড়িয়াছে। অন্ধ কবির বীণাধ্বনিতে তিন ভুবন মুগ্ধ; ইলিয়াড পকেটে করিয়া নেপোলিয়ান কৈশোরে শৈলশৃঙ্গে বিহার করিতেন, ও শ্রেষ্ঠ পদের স্বপ্ন দেখিতেন; ভিক্টার হিউগো হোমার-স্তবে উন্মত্ত—হোমারের সৃষ্টি, ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে এক কাটি উচ্চে লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

তাই প্রথমে হোমারকে দেখিব,—তৎপরে বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করিব।

অভিমানী একিলিস—ইলিয়াডের শ্রেষ্ঠ বীর, এগামামননের উপর ক্রুদ্ধ। এই ক্রোধ-ভিত্তির উপর ইলিয়াড স্থিত। একিলিস, ইলিয়াডের শ্রেষ্ঠ বীর। আর রামচন্দ্র রামায়ণের শ্রেষ্ঠ বীর। একিলিস, দেব-পুত্র, দেবানুগৃহীত। রামচন্দ্র, ভগবৎ-অংশ, নারায়ণ-রূপী, দৈব-বলে বলী। কিন্তু একিলিসকে রামচন্দ্রের নিকট

দাঁড় করাইতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন হয় না, দু'চারিটি কথাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। একিলিস গ্রীসের আদর্শ বীর; আর রামচন্দ্র ভারতের আদর্শ বীর। একিলিস অর্থ, তাৎকালিক গ্রীসের—য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ পুরুষ; আর রামচন্দ্র, হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। রামচন্দ্র, হিন্দুস্থানের কাঞ্চনজঙ্ঘা; আর একিলিস আল্পের উচ্চতম শৈল—মাউন্ট-ব্ল্যাঙ্ক। তুলনা কি দিব?

রাম যুদ্ধ করিতেছেন—সীতা-কুসুমের জন্য। যে মত্ত বারণ দন্তে লগ্ন করিয়া তাঁহার পদ্মিনী উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, সে মত্ত গজ রাবণের জন্য তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের অঙ্কুশ। সতী-সাধ্বী মহালক্ষ্মীর জন্য, সতী-সাধ্বীর স্বামী বিষ্ণু, যুদ্ধ করিতেছেন; সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, দুষ্কৃত বিনাশ করিবার জন্য, যুদ্ধ করিতেছেন,—এই যুদ্ধই মহাকাব্যের উপযুক্ত বটে!

আর ইলিয়াডের ভিত্তি,—একিলিসের ক্রোধ। একিলিসের ক্রোধ কেন? এগামেমনন, যুদ্ধ জয় করিয়া ক্রেসিস-নাম্নী সুন্দরীকে লইয়া মত্ত *, আর যুদ্ধ-লব্ধ ইন্দীবরেক্ষণা ব্রেসিসকে লইয়া একিলিস্ বীর সুখী। এগামেমনন, দৈবক্রোধে বাধ্য হইয়া, ক্রেসিসকে প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু, ব্রেসিস-সুন্দরীকে একিলিসের অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইলেন। একিলিসের এই হেতু ক্রোধ; আর এই ক্রোধই ইলিয়াডের ভিত্তি। এ অবস্থায় কি, নৈতিক তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া, রামায়ণ আর ইলিয়াডের মূল্য-নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয়?

তার পর, যখন একিলিস না হইলে গ্রীকযোদ্ধাগণ রসাতলে যায়; যখন হেক্‌টার, এজাক্সের হস্তে নিহত হইয়াও, দৈববলে

---

* ইলিয়াড, ১ম অধ্যায়।

পুনর্জীবন লাভ করিল, ও মত্ত বারণের মত দন্ত-লগ্ন করিয়া গ্রীক-শিবির উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইল; যখন "গ্রীক-দেশ আর নাই" বলিয়া, গ্রীক-যোদ্ধা হুতাশে ধূম্র দেখিতে লাগিলেন; তখন এগামেমনন একিলিসকে সাধিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ বীরকে কি দিয়া সাধিলেন? "সপ্ত সুমনোহর রাজ্য দিব, সুন্দরী ব্রেসিসকে তোমার ভুজ বন্ধনে ফিরাইয়া দিব, যুদ্ধ-লব্ধ অপ্সরাতুল্য লাবণ্যময়ী বিশটি রমণী দিব, দশ ট্যালেণ্ট (Talent) খাঁটি স্বর্ণ দিব,—এতেও যদি না মান, তবে লেডোছি, একিজেনি, ক্রীসোথেমি নাম্নী আরও তিন জন বিখ্যাত পরীতুল্যা সুন্দরী রমণী দান করিব। এস, ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ কর।" * ইউলেসিস মহাজ্ঞানী—'ডিভাইন ইউলেসিস,' কিন্তু তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধের উৎসাহ দেওয়ার সময় বলিতেছেন,—"যুদ্ধ কর, প্রত্যেকে একটী একটী সুন্দরী ক্রোড়ে পাইবে।" †

আর ট্রোজান-যুদ্ধ! যে পারিস, পবিত্র আতিথ্য-সম্মান দলন করিয়া, পরস্ত্রী লইয়া পলায়ন-পর, সেই পারিস, পরম সুন্দর হইলেও, তাহাকে শত ধিক! স্বীয় স্ত্রীর ব্যভিচার সম্যক জানিয়াও, যে মানিলস্, পুনঃ তদাকাঙ্ক্ষা করিয়া যুদ্ধ করে, সেই মানিলস্‌কেও শত ধিক! যে শ্রেষ্ঠ বীরগণ, যুদ্ধ-লব্ধ রমণীর অংশ লইয়া কলহ করে, সেই বীরগণ—দেবানুগৃহীত হইলেও, তাহাদিগকে শত ধিক! যে প্রায়াম ও হিকুবা হেলেনকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া না দিয়া তজ্জন্য স্বসুতবর্গকে যুদ্ধলিপ্ত করিতেছেন, সে প্রায়াম ও হিকুবাকে শত ধিক! ধার্ম্মিক হইয়াও যে হেক্‌টার, হেলেনকে স্বগৃহ-আঙ্গিনায় সহ্য করিতেছেন ও তাহাকে মিষ্টমুখে

* ইলিয়াড, ৯ম অধ্যায়।　　† ইলিয়াড, ২য় অধ্যায়।

কথা বলিতেছেন * এবং তাহার জন্য অন্যায় সমরে লিপ্ত হইতে-ছেন, সেই হেক্‌টারকে শত ধিক! যে এগামেমনন এদিকে পরস্ত্রী লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সেদিকে ক্লেটোমিনেষ্ট্রা স্বামীর অনুপস্থিতির সুবিধা পাইয়া উপস্বামীগতা হইতেছে, সেই এগা-মেমনন ও ক্লেটোমিনেষ্ট্রাকে ধিক! পারিস যুদ্ধে পলাতক হইলে যে ভেনাস দেবী, হেলেনকে তদঙ্কে আনিয়া, উভয়কে পাপে লিপ্ত করাইতেছেন, সে ভেনাস-দেবী—দেবী না পিশাচী?

রামচন্দ্রের নামের সঙ্গে একিলিসের নাম কি এককণ্ঠে উচ্চা-রণ করিতে ইচ্ছা হয়? রামচন্দ্র সংযতেন্দ্রিয়; রাজাদিগের বহু স্ত্রীর প্রথা, কিন্তু রামচন্দ্র একদার। রামচন্দ্র স্বামী, আর সীতা স্ত্রী—কিরূপ স্বামী, আর কিরূপ স্ত্রী, জগৎ তাহা জানে। অশ্ব-মেধ-যজ্ঞ স-দার হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়—রাম সুবর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিলেন। রামের হিরণ্ময় বিগ্রহ, আর সুবর্ণময়ী সীতা —শ্রেষ্ঠতম দম্পতি—ভারতে চিরদিন পূজিত হউক।

তৎপরে ইলিয়াডে শত্রুর প্রতি দয়া। শুনিয়াছি, 'এপিক্‌টে-টস' নাকি দয়ার পাঠ গ্রীক-জাতিকে প্রথম শিক্ষা দেন,— "There is no difference between the Greeks and the barbarians." কিন্তু ইলিয়াডে দয়ার সঙ্গে বীরবর্গের কোন সম্বন্ধ নাই। ইউলেসিস্ এত জ্ঞানী—বুদ্ধির মেরু; কিন্তু তিনি যখন শত্রুর শিবির প্রচ্ছন্নভাবে দেখিতে যান, তখন শত্রু-পক্ষীয় দূতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; এবং দূত সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিল ও কৃপা-ভিক্ষা করিল—নতজানু-অশ্রুনেত্র হইয়া শরণাগত হইল! কিন্তু ইউলেসিস ও তৎসঙ্গী

* হেকটার-বধে হেলেনের বিলাপ দেখ। ইলিয়াড, ২৪শ অধ্যায়।

তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে বধ করিলেন! নিক ইউলেসিসের জ্ঞান! হউন—গ্রীক-দেশে তিনি মহাজ্ঞানী; কিন্তু ভারতে তিনি পশু!

আর সমর-ক্ষেত্রে রক্তাক্ত-দেহ একিলিসিসের বীর-মূর্ত্তি কি দেখিতে সাহস হয়? পাশব-শক্তি মনুষ্যে এত বেশী, আর জগতের কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পর্ব্বত-বিহারী উন্মত্ত বরাহ-মত, একিলিস শত্রু-দলন করিতেছেন; একিলিস-ঝড় যেদিকে প্রবাহিত, সেদিকে শত্রু-সৈন্য পুষ্পরাশির ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন, লুণ্ঠিত, উলট-পালট হইয়া পড়িতেছে; শোণিত-প্রবাহে শত-জীবন ভাসিয়া যাইতেছে। ঐ, একিলিস-ঝড় আসিতেছে; অট্টালিকা ধ্বংস হইয়া ভূশায়ী হইতেছে; বীর ভীরুর মতন পলাইতেছে; ওরিন-টাইডস্, ডেমলিথান, ইলিশ, কোথায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ছুটিতেছে;—হোমারের জ্বলন্ত ভাষা, ইলিয়াডের এই অধ্যায়ে অগ্নি জ্বালিয়াছে। যুদ্ধের এমন ভীষণ বর্ণনা আর পড়ি নাই। কিন্তু একিলিসের দয়া!—ঐ দেখ, পশুর মুখে এলাষ্টার পড়িয়াছে; কাঁদিয়া, প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছে; নেত্র-জলে, বারিসিঞ্চিত পদ্ম-কুসুমের মত, সুন্দর মুখ সিক্ত হইয়াছে; বারম্বার বলিতেছে,—"আমায় প্রাণভিক্ষা দেও; আমি তোমার চিরসেবক হইয়া থাকিব।" কিন্তু তবুও একিলিস্ তাহাকে হত্যা করিতে ছুটিল! একিলিসের হৃদয় বজ্রসম। এই দেখ, রাজপুত্র লেসিপন, প্রাণের জন্য কত কাঁদিয়া, একিলিস-পাষাণকে দ্রব করিতে চাহিল; কিন্তু সে পাষাণে কি বারি-সঞ্চয় আছে? লেসিওনের শোণিতার্দ্র মৃত-দেহ পড়িয়া রহিল; একিলিসঝড় কার্য্য সমাধা করিয়া ছুটিল।

এই একিলিসের সঙ্গে কি রামের তুলনা সম্ভবে? চন্দনে পঙ্কে বা পঙ্কে পঙ্কজে উপমা চলে কি? বিষ্ণু-পদচ্যুতা পূজার কুসুম-

গুচ্ছ-ধারিণী মন্দাকিনী-নীরে, আর দ্রবগন্ধকচূর্ণপূরিত বৈত-রণী-জলে উপমা চলে কি? সত্য বটে, বিরাটধনুষ্পাণি রাম যুদ্ধে কালাগ্নি-সদৃশ; কিন্তু তবুও, রামচন্দ্র দয়ার অবতার—সে চিত্রে কালরূপী মহেশ্বর ও পালনরূপী বিষ্ণু, উভয়েরই সামঞ্জস্য। এক-দিকে যেমন বিশাল ধনু তাঁহার স্কন্ধ-সংলগ্ন—তৎকার্ম্মুক জানু চুম্বন করিতেছে; অপরদিকে তেমনই তাঁহার কৃপা-মধুর-মূর্ত্তি দেখিয়া দর্ভাঙ্কুরনির্ব্বিপেক্ষ মৃগযূথ সেই রূপসুধা পান করিয়া সুখী হইতেছে! তিনি, শরণাগত শত্রুকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া, জানকীর পুনর্লাভ-বাসনাও কথনও ত্যাগ করিতেছেন! এহেন রামচন্দ্রের নিকট একিলিস্‌কে দাঁড় করাইব কি! পাপের নিকট পুণ্য, আঁধারের নিকট আলোক, শোভা পায় কি?

ইলিয়াড-সম্বন্ধে আর একটী কথা প্রয়োজন। রামায়ণ আর ইলিয়াডে আর একটী প্রভেদ স্থূল চক্ষুতেও দৃষ্ট হইবে। ইলিয়াডে প্রকৃতিবর্ণনা নাই। ইলিয়াড কাব্য,—যুদ্ধধূমাচ্ছন্ন, যুদ্ধের উন্মত্ত কোলাহল, শোণিত-তৃষ্ণা, হত্যা, ষড়যন্ত্র, হুহুঙ্কার, মৃত্যুর চীৎ-কার, প্রতিভান্বিত কবি অসীম শক্তিতে রচনা করিয়াছেন। ইলিয়াড রামায়ণের মত প্রস্ফুট কুসুম-মাল্য নহে; ইলিয়াড,—নরমুণ্ড-মাল্য। ইলিয়াডে,—অসি আছে, বাঁশী নাই; রক্ত আছে, চন্দন নাই; ভাবের ভয়ঙ্করত্ব ও পৈশাচিকত্ব আছে, কিন্তু ভাবের পবিত্রতা-শুভ্র কুসুমগুচ্ছ নাই। য়ুরোপের যে পৈশাচিক তেজ, তাহা ইলিয়াডে প্রাক্‌ধ্বনিত। যুদ্ধের বর্ণনা,—প্রকৃতি-বর্ণনার অবসর দেয় নাই। প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভীষণ কার্য্য। কথনও প্রাতঃকালের মধুর-ছটায় দিগ্দেশ আনন্দিত হইল কি রজনী নিঃশব্দ-পাদচারে আগত হই-

লেন, এইরূপ এক-আধটু প্রকৃতির প্রতি কটাক্ষ-মাত্র আছে। কিন্তু রামায়ণ যেরূপ কর্ম্মে মহান, কর্ম্মে ভয়ঙ্কর, কর্ম্মে সুন্দর, তেমনি তাহার পত্রে-পত্রে প্রকৃতির মোহন সুন্দর চিত্রপট অক্ষয় উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত। কোথাও সরিৎ, সাগর; কোথাও উজ্জ্বল-নক্ষত্রময় আকাশ; কোথাও গহ্বর-পূর্ণ, হিমানীপূর্ণ বসুধার ভিত্তি এক শৈল-চিত্রকূট; কোথাও রুধির-প্রবাহ-তুল্য গৈরিক-নিস্রবণ-বাহী স্রোতরাশি। ঐ নগোপকণ্ঠে পৃথিবীর কণ্ঠ-গতা মুক্তা-মালার ন্যায় আবর্ত্তশোভিনী মন্দাকিনী নদী—গুহা সমীরণ-গন্ধে আমোদিতা, তদ্গর্ভে পুষ্প-সঞ্চয় বায়ু দ্বারা ধাবিত। রামায়ণ এই সব শোভায় শোভাময়। কখনও বাল্মীকির বীণা-তন্ত্রী সুম-ধুর ভৈরব-রবে সমুদ্র-বর্ণনা করিতে যাইয়া ফেণময় হাস্যপূর্ণ সরিৎ-পতির জীবন্ত প্রতিকৃতি তুলিতেছেন; আশ্চর্য্য হইয়া, নক্ষত্ররত্ন-পূর্ণ আকাশকে রত্নাকরের সঙ্গে তুলনা দিয়া বলিতে-ছেন,—আকাশের উপমা সমুদ্র, আর সমুদ্রের উপমা আকাশ, উহাদের অন্য উপমা নাই। উভয়েরই দিগন্তবিশ্রুত স্বর, উভয়েই সুদূর বায়ুতে বিলীন। আকাশে মেঘের বেণী, সমুদ্রের আবর্ত্ত-ময়ী উর্ম্মিরাশি বেণীকৃত; নভশ্চর পক্ষী, সমুদ্রচর পক্ষী, অসীম-প্রসারে, অনন্তক্ষেত্রে উভয়েরই তুল্য আনন্দ। রামায়ণে এরূপ শোভা অসংখ্য; আর ইলিয়াডে ইহার একটীও নাই। ইলিয়াড খুঁজিয়া একটীমাত্র পুষ্পের নাম পাইলাম; একটী অধ্যায়ে, জোভ আর জুনোর মিলন-উপলক্ষে, হাইকান্থ-পুষ্পের নাম ভিন্ন, বোধ হয়, অন্য কোন পুষ্পের নাম ইলিয়াডে নাই। কিন্তু ধরি-ত্রীর যত পুষ্প, বাল্মীকি সবটী সঞ্চয় করিয়াছেন; ঝড়-অবসানে গিরি-সানুদেশে যেরূপ ক্রম-নিক্ষিপ্ত নানা পুষ্পরাশি ছড়াইয়া

থাকে, রামায়ণ-রূপ মহাগিরির সানু-দেশে অসংখ্য পুষ্পরাশি, তদ্রূপই সঞ্চিত। কেতকী, সিন্ধুবার, মনোরম বাসন্তী পুষ্প, নাগেশ্বর, চম্পক, উদ্দালক, গন্ধপূর্ণা মাধবী, নীলাশোক, দ্রোণ-পুষ্প, কুন্দ, রঞ্জক, বকুল—কত নাম করিব? তিল, চূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচলিঙ্গা, অর্জ্জুন, শিংশপা, কূটজ কুসুম, অঙ্কোলা, হিণ্ডাল, চূর্ণক, নীপক—এইরূপ অসংখ্য পুষ্পের নাম। সৌগন্ধিক পদ্ম পুষ্প, ফুল্ল ভ্রমর-গুঞ্জিত কুমুদ, উৎপলের ত কথাই নাই!

রামায়ণ পড়িয়া ঋষি-জীবন পাই; ঋষি যে কুঙ্কুম-চন্দন ত্যাগ করিয়া, অজিনাসনে বসিতেন কেন, তাহা বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি, ঋষি নিজে হিন্দুস্থানে শ্রেষ্ঠ—তাঁহার কুশাসন-করঙ্গ সম্বল—কিন্তু তিনি রাজ-রাজেশ্বর হইতেও শোভান্বিত। ঐ যে পদ্ম-কুসুম প্রস্ফুটিত, উহার অঙ্গে যত অলঙ্কার, রাজন্যের স্বর্ণাঙ্কৃত পরিচ্ছদে তাহা নাই। যিনি বিষ্ণুতেজ প্রাপ্ত, ভগবৎ-প্রেমিক, তাঁহারই এই ব্রহ্মাণ্ড। তিনিই উপভোগ করেন; হৃদয়-হীন রাজরাজেশ্বরও ইহা উপভোগ করেন না। তাই ঋষির পবিত্রতায়, ঋষি-জীবনের সুগন্ধিতে, রামায়ণের পাঠক, প্রতিপত্রে মুগ্ধ। রাম বনে গিয়াছিলেন বলিয়া রাম কি অসুখী? সিংহাসনারূঢ় রাজ-রাজেশ্বর হইতেও জটাবল্কলধারী রামচন্দ্র সুখী! "There is nothing good or bad but thinking makes it so"—সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহাকে কি অবস্থায় পীড়ন করিতে পারে? ধর্ম্ম অক্ষয় কবচ—যাঁহার বাহুতে সেই কবচ শোভা করে, তাঁহার শরীরে ব্রহ্মাস্ত্রও প্রবেশ করিতে পারে না। ভরত, বনে যাইয়া, রামচন্দ্রকে যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিস্মিত হইতে হইল! বনবাসী রাম কি দুঃখী? সত্য-

রক্ষা-হেতু তাঁহার তেজ দ্বিগুণিত;—কৃষ্ণাজিনধর, চির-বল্কল-বাস, কিন্তু তিনি পাবকের ন্যায় উজ্জ্বল, সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, পুণ্ডরীকের তুল্য রামের চক্ষু। তিনি সাগরান্ত পৃথিবীর ভর্ত্তা—ধর্ম্মাচারী সত্যব্রত রাম যেন শাশ্বত ব্রহ্মার ন্যায় উপবিষ্ট! সত্য যে রক্ষা করে, তাহার সৌন্দর্য্য এইরূপ। এই সংসার অস্থায়ী, সুখের ঘরের তুমি চিরবাসী নহ; কিন্তু একবার সত্যব্রত জিতেন্দ্রিয় হও, দেখিবে—এই ক্ষণস্থায়ী ধামেও কত সুখ আছে, কত শোভা আছে; দেখিবে—কোকিলের কুহুতে মিষ্টত্ব আছে, পদ্মের শত নবীন পত্রে কত শোভা-রাশি আছে, আকাশের প্রতি জ্যোতি-বিন্দুতে কত আনন্দ আছে। নতুবা, বৃথা সুখ-অন্বেষণ করিতে গেলে,—পদ্ম বিপদ্ম হইয়া যাইবে, রামধনুর মত বৃথা আশা লীন হইবে, তুমি খপুষ্প আহরণ করিতে চাহিলে, পুষ্প বিপুষ্প হইয়া যাইবে।

রামচন্দ্র কি অসুখী?—সীতাকে, জলাভিঘাতে অট্টহাসিনী, নির্ম্মলোৎপলসঙ্কুলা, হংস-সারস-সংঘুষ্টা গঙ্গা-নদী দেখাইতেছেন, —রাম কি অসুখী? মৃগয়া-নিবৃত্ত রাম তরঙ্গবাতে বিনীতক্লেদ হইয়া সীতার উৎসঙ্গে নিদ্রার উপক্রম করিতেছেন, গদ্‌গদ্‌নাদিনী গোদাবরীর অমৃত-ঝঙ্কার বেতস-কুঞ্জ শায়ী রামচন্দ্রের শ্রুতি স্পর্শ করিতেছে; তখন কে বলিবে—রাম অসুখী? দম্পতি রক্তবর্ণ পুষ্প-স্তবক-নম্র অশোক-তরু দেখিতেছেন, গুহাপুষ্প-গন্ধবাহী সমীরণ রাম-সীতার শ্রম অপনয়ন করিতেছে,—রাম-সীতা কি অসুখী? সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে কি সুখের চিত্রপট বেশী উজ্জ্বল হইত?

রামায়ণের এই শত শোভার একটীও ইলিয়াডে নাই।

ইলিয়াডে কেবল ভয়ঙ্কর রসের উদ্রেক আছে; যেখানে যুদ্ধোন্মুখ বীর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্রকে আক্রমণ করিল, সেইখানেই হোমারের একটী উপমা আছে। আর, সেরূপ উপমাই ইলিয়াডে শত শত। কোথাও দুই ভীষণ গণ্ডারের বনষ্পতি-দলনকারী ঘোর দ্বন্দ্ব, কোথাও ব্যাঘ্র-মহিষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কোথাও বন্য-বরাহ-শৃঙ্গে উৎখাত হইয়া গিরি-শিলা বিচূর্ণ হইতেছে,—এই উপমা। কোথাও মত্ত সিংহ মত্ত বারণকে ধরিয়াছে; মত্ত ব্যাঘ্র, মেষ-শাবকের হাড় ভাঙ্গিতেছে। এই উপমা যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী—ভয়াবহ। ইলিয়াড সমাপন করিয়া পাঠক দেখিবেন, যেন দারুণ পশুযুদ্ধে বন কম্পিত হইল, একিলিস-পশু হেক্‌টারকে বধ করিল, সিংহ-বিক্রম কিন্তু নির্ম্মম বীরগণ, হৃদয় লৌহের কপাটে বদ্ধ করিয়া, পাষাণে দয়া দলন করিয়া, এক লজ্জাকর প্রসঙ্গে যুদ্ধ করিল! কোথায় রামায়ণের সেই ধারাহত পল্লবের গন্ধ—অর্দ্ধোদ্গত কদম্ব-পুষ্পের শোভা—জলদাগম-ফুল্ল ময়ূরের কেকা-ধ্বনি! রামায়ণেও বীররস আছে;—যুদ্ধে বীরত্ব, কর্ম্মে বীরত্ব, ধর্ম্মে বীরত্ব, সহগুণে বীরত্ব, রামায়ণের মত কি ইলিয়াডে আছে? কিন্তু রামায়ণের প্রকৃত শোভা ইলিয়াডে কোথায়? রাজপুত্র পথের কাঙ্গাল—কর্ত্তব্যানুরোধে কোথায়? জটাজুট আর সুবর্ণমুকুটে তুল্যজ্ঞান, ইলিয়াডে কোথায়? ভ্রাতার বন-বাস-ক্ষিণ্ণ পাদুকার উপরে ছত্রধর কনিষ্ঠ ভ্রাতার চির-হিরণ্ময় দৃশ্য ইলিয়াডে কোথায়? অগ্নিতে যে সতীত্ব কষিত, সেইরূপ সতীত্ব ইলিয়াডে কোথায়? ভ্রাতার প্রাণাপেক্ষা প্রজানুরাগ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতা-নির্ব্বাসন তুল্য কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠান কি তন্ন তন্ন করিয়া ইলিয়াডে পাইবে?

স্বদেশীয় শিবির মত্ত বারণ দ্বারা সপদ্ম বাপীনীরের ন্যায় সম্পীড়িত, অথচ বীরশ্রেষ্ঠ একিলিস একজন বেশ্যার বিরহে অভিমানী হইয়া পাষাণবৎ কঠিন—স্বদেশের বিপদ দেখিয়াও সুখপালঙ্কে নিদ্রিত।

পেট্রোক্লাসের স্নেহ, একিলিসের চরিত্রে, একমাত্র উজ্জ্বলাংশ; কিন্তু যে স্থলে স্নেহ স্বর্গীয়, সে স্থলে স্নেহ ধর্ম্ম—স্নেহ মনের সুপ্রবৃত্তিরাশি জাগরূক করে। কিন্তু পেট্রোক্লাসের মৃত্যুতে একিলিস কি নির্ম্মম পাষাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, একিলিসের পাঠক, তাহা জানেন! হেক্‌টারের মৃতদেহ রথচক্রে নিবদ্ধ করিয়া একিলিস যুদ্ধক্ষেত্রে বিহার করিতেছেন; প্রায়াম, হিকুবা সেই দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত। বৃদ্ধ প্রায়াম প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হেক্‌টারের মৃতদেহ ভিক্ষা করিতে একিলিসের শিবিরে যাইয়া তাঁহার পদে ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন; একিলিসও দৈবাদেশে বাধ্য হইয়া হেক্‌টারের মৃতদেহ দান করিলেন। কিন্তু প্রায়ামের প্রতি তাঁহার যে উক্তি, তাহা কখনই বীর-পুরুষের উচিত নহে। হেক্‌টারের পিতা ভুবনেশ্বর প্রায়াম তাঁহার পদানত; কিন্তু গ্রীক-আইনে পদানত শত্রুকে পদদলিত করিতে লিখে। শত্রুর দেহ কবর হইতে উঠাইয়া ফাঁসি দিতে য়ুরোপবাসীই জানেন।

রামায়ণে লঙ্কা-কাণ্ডের পূর্ব্বে মদের উল্লেখ নাই। লঙ্কা অসুর-পুরী, অসুরগণ সুরা-সেবী, যুদ্ধ-কাণ্ডে তাই শর্করাসব, মধু, আধ্বিকা, ফুলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি অনেক মদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইলিয়াডে, ইলিয়াস—যিনি জ্ঞান-বীর, তাঁহাকেও প্রায় সকল অবস্থাতেই মদ খাইতে দেখা গিয়াছে—অন্য বীরবৃন্দের ত

কথাই নাই! তবে হোমারের একটী চরিত্রে স্বর্গীয় মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ আভা আছে, সে চরিত্র—হেক্‌টার। আর তাঁহার স্ত্রী এণ্ড্রামেকীর চরিত্রেও স্বর্গীয় ভাবের কিঞ্চিৎ চিহ্ন আছে। হেক্‌-টার যখন গল-লগ্ন পারিজাত-হারতুল্য সেই সুন্দরীকে পরিহার করিয়া যুদ্ধে যান—ইলিয়াড মরুভূমে সব ধূ-ধূ—অগ্নিময়—কেবল সেই স্থানটুকু ওয়েসিস—হিন্দুর পবিত্র ভাবের একটু ছায়া সেই পত্রে পড়িয়াছে। এণ্ড্রামেকী কাঁদিয়া বলিতেছে, "প্রভো, আমার পিতা, মাতা, ভাই, সব মৃত; কিন্তু তোমাতে পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু সবই ফিরিয়া পাইয়াছি। তোমা-বিহনে তাঁহারা আমার নিকট পুনর্ম্মৃত হইবেন।" হেক্‌টার, যুদ্ধ-যাত্রাকালে, পুত্রকে যে আশীষ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর মত—"হে, গন্ধর্ব্ব, দেব, রক্ষ, প্রাণ-প্রতিম এই শিশুকে রক্ষা ক'র। হে তপন, তোমার নবীনোজ্জ্বল প্রাতঃকরে যেরূপ পুষ্প-তরু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই শিশু যেন তেমনি বর্দ্ধিত হয়। আমি দেবাদেশে দেশার্থ প্রাণ দিতে চলিলাম; কিন্তু এই ভবিষ্যতের হেক্‌টারকে রাখিয়া যাইতেছি। পুত্র, তুমি বীর-বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইও; যশোমাল্য-কণ্ঠে, অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিয়া আমা হইতে অধিক কীর্ত্তিশালী হইও।"

পারিবারিক দৃশ্য, যাহা সাহিত্যে চিরস্থায়ী, যে অংশ রাজা প্রজা, বীর ভীরু, সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করে—সে দৃশ্য হোমারে এই একটী। কিন্তু বাল্মীকিতে তাহার সংখ্যা নাই।

রাম-চরিত্র-সম্বন্ধে কি লিখিব? যাহা নির্দ্দোষ গঠন, সুচারু-চিত্রিত, নয়নোন্মাদকারী, সে চিত্রপট একবার দেখিলে কি কেহ ভুলিতে পারিবে? মহাকাব্য লিখিতে হইলে, এক যুদ্ধ-

বর্ণনা করিয়া, পুঁথি শেষ করিলে হয় না। ইলিয়াড নির্দ্দোষ মহাকাব্য, য়ুরোপে এ সিদ্ধান্ত প্রমাণীকৃত। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, তাঁহারা পূর্ব্বে দেখেন নাই—ইনিশ, ইলিয়াড, ওডেসি, এই তিন গ্রন্থই তাঁহাদের মহাকাব্যের নমুনা।

জাতীয় জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্ববিবরণ অঙ্কিত করিতে যাইলে, লোক-উপাস্য চরিত্র গঠন করিতে হইলে, এক বীরকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া—তাঁহার মুখে বৃষের হুহুঙ্কার শুনাইলে ও তাঁহাকে দিয়া পশুবৎ ব্যবহার করাইলে, যে মহাকাব্য হইল, এরূপ বলিতে পারি না। মহাকাব্য বিশ্বের বিশাল চিত্রপট—তাহাতে পুণ্য সুরের সহিত পাপ অসুরের দ্বন্দ্ব অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইবে। সেই বিশাল পটের ভিত্তি ধরিত্রী, কিন্তু লক্ষ্য স্বর্গ। কবি রামায়ণ-রূপ যুগযুগ-স্থায়ী অক্ষয় ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপন করিবেন, পবিত্রতা অমর অক্ষরে বাঁধিয়া রাখিবেন; তাঁহার সম্মুখে সমুদ্রবৎ মহাকার্য্য, রত্নাকর অক্ষয় রত্ন সঞ্চয় করিবেন; তাই নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল মুনি, সর্ব্বভূতের হিতে রত কে? বদান্য কে? বিষ্ণুর সদৃশ বীর্য্যশালী ও সোমবৎ প্রিয়দর্শন কে? মৃদুতায় মলয়সমীরণ-নীতা বল্লরীবৎ কে? জিতক্রোধ ও আত্মবান্ কে? চরিত্রযুক্ত ও দ্যুতিমান কোন্ বীর?" দেখিলে, কবির দৃষ্টি কোথায়? ঋষি আদর্শ-পুরুষ অঙ্কন করিয়া জগতের পূজনীয় করিবেন—এই পৃথিবী-ক্ষেত্র তাঁহার রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু সুশস্যের বীজ তিনি স্বর্গ হইতে আহরণ করিতেছেন। রামায়ণের প্রাক্-ধ্বনি—মূলগ্রন্থজ্ঞাপক। এরূপ উৎকৃষ্ট প্রারম্ভ আর পৃথিবীর কোন গ্রন্থে নাই।

যখন স্রাবণ ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশা, সরসীরে মরাল-সঙ্গী-

ড়িত সরোরুহতুল্যা সুরাঙ্গনা কর্তৃক উপসেবিত হইতেছিলেন, সৌন্দর্য্যের উপাসক বাল্মীকি সেই চিত্রপট অঙ্কন করিতে যাইয়া নির্ম্মল দেব-ভাব-চ্যুত হন নাই। তিনি হোরেস বোকাসিও, কি বাইরণ নহেন! বাল্মীকি, রাবণকে তদবস্থ স্ত্রীগণ-অঙ্কশায়ী দেখিয়া, দেখ দেখি, কেমন খুঁজিয়া একটি উপমা বাহির করিলেন,—

"তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতি মুখ্যানাং গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ॥"

মহাকাব্য মহীয়ান মহীরুহ। ইহাতে পরিবেষ্টনকারী বল্লরীর শোভা আছে, ইহাতে যুগযুগ-অক্ষয় সংসার-কাণ্ডের বিস্তার আছে, লগ্নদ্বিরেফাঞ্জন পুষ্প-বিকাশ আছে, পুষ্পরজে বিস্মিত-দর্শন ভ্রমর আছে, এই সমস্ত শোভা-বহনকারী সারবান কাণ্ড আছে—সেই কাণ্ডের নাম ধর্ম্ম। এক যুদ্ধ-বর্ণনায় রামায়ণ কি মহাভারত শেষ করা হয় নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বীর-চরিত আখ্যাত হইয়াছে; ইষ্টকের উপর ইষ্টক, তদুপরি ইষ্টক সংস্থাপিত করিয়া অত্যাশ্চর্য্য মহীয়সী অট্টালিকা উত্থিত হইয়াছে। শৈশবের ধর্ম্ম, কৈশোরের ধর্ম্ম, যৌবনের ধর্ম্ম, বার্দ্ধক্যের ধর্ম্ম, ভ্রাতার ধর্ম্ম, স্ত্রীর ধর্ম্ম, সেবকের ধর্ম্ম, যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্ম, গৃহ-প্রাঙ্গণে ধর্ম্ম, বিপদের ধর্ম্ম, সম্পদের ধর্ম্ম,—এই সেই বিশাল মহীরুহের এক একটি পত্র। একদিকে যুদ্ধ, পাশব-শক্তি রাবণ, তাহার সহিত শারীরিক শক্তিতে দ্বন্দ্ব, ফল—অসুর-বধ; অন্য দিকে রাজার কর্ত্তব্যরূপ শক্তির সহিত স্বীয় স্বার্থশক্তির সংঘর্ষ, ফল—সীতার বনবাস। একদিকে সাম্রাজ্য-লিপ্সা, অতুল বৈভব, কুবেরের ধন, রাজ-প্রকোষ্ঠের বিলাস-লোভ; অন্য দিকে যে সত্য

হেতু সরিৎপতি বেলা অতিক্রম করেন না, ও ত্বিযাম্পতি আলো প্রদান করেন—সেই উলঙ্গ সত্য। মণির মুকুট নাই, হার-কেয়ূর নাই, কুঙ্কুম-চন্দন নাই—আছে, জটাজূট, চিরকৃষ্ণাজিন, বনের কঙ্কর। এই দ্বন্দ্ব, লঙ্কার দ্বন্দ্ব হইতেও ভীষণতর! লঙ্কা-সমরে একিলিস থাকিলে কাজ হইত; কিন্তু, অযোধ্যা-কাণ্ডের যুদ্ধে ও উত্তরাকাণ্ডের যুদ্ধে, একিলিস যোদ্ধা পরাজিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাকাব্য ইহাকেই বলে। এক দিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—শল্যপর্ব্বের ঘোর অশান্তি—পর্ব্বতে পাহাড়ে, বিদ্যুতে, আকাশে, আগুণে বরুণে, সমুদ্রে আর প্রলয়কালীন মেঘে, সংঘর্ষ—ঐরাবতের অঙ্গে ঐরাবতের সম্পীড়ন—বীরের ভ্রূকুটী, অনস্থুয়, ঘটোৎকচ, সপ্তরথী, অভিমন্যু, একাগ্নি অস্ত্র, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, ভীমের গদা; অন্য দিকে শান্তিপর্ব্বের শান্তি, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, যোগ। মহাশক্তির উর্দ্ধে যেন মহেশ্বর—ভগবতীর শিরোর্দ্ধে শিব। শক্তির দশ করে দশ আয়ুধ, পদতলে সিংহাসুরে বিকট দ্বন্দ্ব; উর্দ্ধে স্তিমিতনেত্র যোগেশ্বর—পর্য্যঙ্ক-বন্ধ, কর্ণাবলম্বী দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র, সংসারের বিষ ধারণ করিয়াছেন, তাই নীলকণ্ঠ মহেশ্বর মূর্ত্তি। ভারতের এই দুই কাব্য অতুলনীয়। পৃথিবী যখন বর্ব্বর ছিল, তখন হোমারের মস্তকে 'লরেল" দিয়াছে; কিন্তু আজ সুদিন বহিতেছে, গতি ফিরিয়াছে। প্রকৃত কাব্যের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা, রামায়ণাদি দেখিয়া, পৃথিবী এখন শিক্ষা করিবে।

বঙ্গে ভক্তি।

ভারতক্ষেত্র পরাধীন, কিন্তু ভারতক্ষেত্র বীরপ্রসূ। রাজপুতানা, কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্য হইতে, হিন্দুগণ, ভারতের অবনতি-সময়েও, উজ্জ্বল বীরত্বপ্রভা দেখাইয়াছেন। ইতিহাস তাঁহাদিগের যশঃ-কুসুম-সুরভিতে আমোদিত! টড সাহেব রাজপুতানার প্রতি গিরি-সঙ্কটে থার্ম্মপলির গৌরব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তাঁহার বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে। ভারতের দুই গৌরব,—এক ভারত স্বর্ণপ্রসূ, আর ভারত বীরপ্রসূ! বিচিত্র কুসুমপূর্ণা বহুমঞ্জরীময়ী লতিকা-শোভিত-নগরাজিসঙ্কুল—এ সুন্দর হিন্দুস্থানের তুল্য দেশ কোথায়? ভারতের বীরগণ-তুল্য বীর কোন্ দেশে?

কিন্তু বাঙ্গালীর বীরত্বের যশঃ নাই। কোন কোন নিতান্ত স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী—গৌড়াধিপের সিংহল-জয়-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া, বঙ্গদেশের যুগ-যুগান্তরের কাপুরুষতার নিন্দা স্খালন করিতে অভিলাষী হইলেও, সে কথায় মনে বড় একটা উৎসাহের সঞ্চার হয় না। সপুষ্প বসন্তানিল-চালিত বল্লরীর নিকট যদি হঠাৎ একদিন প্রাতে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বলে,—"লতিকে! তুমি ইতিপূর্ব্বে শমীবৃক্ষ ছিলে, কালবশে এত কোমল হইয়াছ।" —সে কথায় লতিকা যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হয়, বাঙ্গালীর বীরত্ব-কথা শুনিয়াও সেইরূপ বিস্মিত হইয়াছি। এ দেশের কোমল আব্‌হাওয়ায়, বীররস বেশী দিন থাকিতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করি না। 'ভারত-উদ্ধারের' কবি সুন্দর ব্যঙ্গচ্ছলে তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া আশঙ্কা করিও না—বঙ্গদেশের মৃদু মলয়-সমীরণে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হঠাৎ একদিন রমণীর নিকুঞ্জে

পরিণত হইবে, কি গোরাপল্টনের রক্ত-চক্ষু প্রেম-কটাক্ষের স্নিগ্ধতা ধারণ করিবে। তবে বঙ্গদেশে ফোর্ট-উইলিয়াম শোভা পায় না। এ মুরজ-মন্দিরা-বীণা-যন্ত্রের দেশ—এখানে কামান কেন? সেদিন পর্য্যন্তও রাজবল্লভের পুষ্পোদ্যানে, বীণা-যন্ত্রে সুষুপ্তি অবস্থায় সংলগ্না রমণীগণ, মহানদী-প্রকীর্ণা পোতাশ্রিতা নলিনীর ন্যায়, শোভা পাইতেছিল; ওদিকে আলিবর্দ্দী খাঁর দৌরাত্ম্যে, মিরজাফরের কূটচক্রে, শিরাজের পাশবাচারে, বঙ্গের রাজনৈতিক জগৎ, শবদাহ-ধূমিত আকাশের ন্যায়, পরিব্যাপ্ত হইতেছিল;—তাহা দেখিতে কয় জন বঙ্গবীর দাঁড়াইয়াছিলেন? বঙ্গদেশ পদ্মকুসুম-প্রসূ—পদ্ম-কুসুমোপম সুন্দর কবিত্ব-প্রসূ—পূজান্তে গঙ্গানিক্ষিপ্ত চন্দনার্দ্র জবাপুষ্পের ন্যায় ভক্তি-প্রসূ—মুকুর-লজ্জাদায়ী সূক্ষ্ম সূতার গাঁথনি মসলিন প্রসূ—শতবার স্বীকার! কিন্তু বঙ্গদেশ বীরপ্রসূ নহে। তাই আশ্চর্য্য বিধি-লিপি কাশ্মীরে জয়পালের যুদ্ধক্ষেত্র থাকিতে, প্রতাপের রাজপুতানার গিরি-সঙ্কট, শিবজীর লীলাক্ষেত্র ঘাট-পর্ব্বতের উপত্যকা থাকিতে, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটলিপুত্র, গুজরাট থাকিতে, ফোর্ট-উইলিয়াম, রায় গুণাকরের প্রেম-গুঞ্জনে শব্দায়িত বঙ্গদেশে! হে ইংরাজ-রাজ! বঙ্গদেশের প্রতি এ ব্যঙ্গ কেন? তোমরা কি ভারত-ক্ষেত্রের লেখন-সিদ্ধ-বাক্-বীরদিগকে এখনও চেন নাই? কিন্তু বঙ্গদেশ—আমার প্রিয় জন্মভূমি!

রাজপুতগণের বীর্য্য, মহারাষ্ট্রগণের সাহস, বঙ্গদেশের ইতিহাসে দেখাইতে পারিব না। স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে যাঁহারা স্বর্গে যান, তাঁহারা দিবচ্যুত দেবতা, বাঙ্গালায় সেইরূপ দেবতা জন্মে নাই, তবুও হে বঙ্গদেশ, হে জন্মভূমি!—তুমি আমার

পূজ্য। ল্যাপলণ্ডে অধিবাসিগণ যেরূপ হিমানীতে শীর্ণ হইয়া, আলোকে বঞ্চিত হইয়াও, সেই দেশকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে —আমি শুধু জন্মভূমি বলিয়া মিথ্যা গৌরব লইব না। বঙ্গদেশের মত এমন পুষ্পাভরণালঙ্কৃতা, কুন্দ-কুটজ-চম্পক-অনুরঞ্জিত দেশ কোথায়? প্রেম-কণ্ঠে এ দেশীয়ের মত কে গাইতে পারে? নব-রসের সেতারে এ দেশের মত কে এত মধুর ঝঙ্কার দিতে পারে? বীণাধ্বনি এত মধুর কোথায়? বঙ্গভাষার ন্যায় ললিত পদবিন্যাস কোন্ ভাষায়? বীরের ভ্রূকুটি দ্রুমের উচ্চতা, কৃষ্ণমেঘোপম নগের শৃঙ্গ—না দেখিলে, প্রশংসা করিবে না, তুমি যদি এরূপ অঙ্গীকার করিয়া থাক, তবে বঙ্গদেশের শোভা ধারণা করা তোমার অদৃষ্টে নাই, তুমি বিদায় হও। কিন্তু পৃথিবীতে অলির গুঞ্জনে একরূপ মধুরতা, স্তিমিত-গম্ভীর নদী-রেখায় একরূপ শান্তি, নববিকশিত, ভ্রমর বিরহে নীরব, শতদলে একরূপ সৌন্দর্য্য; তাহা কাহারও সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এই বিভিন্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রতিটীকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। গম্ভীর সিন্ধু নির্ঘোষে যে উত্তেজনা, মধুর বীণাধ্বনিতে তাহা নাই; এই জন্য কি বীণাধ্বনি কাঁদিয়া মরিবে, কেহ তাহা শুনিবে না? নব-পলাশে গোলাপের ঘ্রাণ নাই, কি প্রস্ফুট গোলাপ-কুসুমে নব-পলাশের রক্তিমা নাই, এই জন্য কি উভয়কে অঙ্গহীন বলিতে হইবে? বঙ্গদেশ বীররস-জননী নহে—কিন্তু বঙ্গদেশ আদিরস-জননী। আদিরস নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব-করিয়াই, কোন কোন নৈতিক বীর, নাসিকা কুঞ্চন করিয়া, ঔষধ-সেবী রোগীর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন। তাঁহারা শান্ত হউন। চৈতন্যের বিশুদ্ধ ভগবৎ-ভক্তি হইতে ভারত-

চন্দ্রের বিলাস-উৎসব—এ সকলকেই আমরা আদিরসের অন্তর্গত মনে করি।

বঙ্গদেশে তবে নির্ম্মল পদ্মকুসুম জন্মে, প্রতি সাধুপুষ্পিত উদ্যানে নবশেফালিকা যুথি জাতি করবী রজনীগন্ধা সুরভিবিতরণ করে, প্রতি গৃহে সেতারের মিষ্ট গুঞ্জন, বেহালার রাগ আলাপন, আহ্লাদের পূর্ণচন্দ্রনিভানন—বড়ই নয়ন-রঞ্জন। এমন আর কোথাও নাই। তাই বঙ্গদেশে জন্মিয়া, বঙ্গদেশ পাইয়া, দীন লেখক গর্ব্বিত। ইংরেজ! তুমি উদয়পুরের গিরিসঙ্কটের নিকট ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন কর, নতুবা রুষ আসিলে যদি একদিন ফোর্ট উইলিয়াম নট-নিকুঞ্জ হইয়া বসে? আর পাইওনিয়ার বঙ্গবীরকে দাঁত-খামাটি দেখাইয়া নিজেকে ব্যঙ্গ কর কেন? ইংরেজ-রাজ! তোমার দেশের বড় বড় জেসেমাইন, ফক্স-গ্লোভ, নাইট-সেড্, হগহেজ, আর বন-গোলাপের সপুষ্প চারা আনিয়া, ফোর্ট উইলিয়মের স্থানে রোপণ কর। দেখিও—কেমন বিকশিত হইবে! দেখ দেখি, ঐ যে নীল নীরদে বিদ্যুতের স্বর্ণ-রেখা—কবরীচ্যুত কুসুমদামের ন্যায় পড়িল—কি সুন্দর! আমরা ঐ শোভা দেখিতে দেখিতে কত উপমা দিতেছি, কত পয়ার বাঁধিতেছি, কত বীণাধ্বনির সঙ্গে বেহাগ আলাপচারি করিতেছি; তুমি বন্দুক কামান লইয়া এ স্থান হইতে সর। যদি একান্তই আসিতে চাও, তবে সপ্ত-তন্ত্রী বীণা কাঁধে করিয়া আসরে এস—তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিতে দিব।

কিন্তু এ সব শ্লেষ যাক্! বঙ্গদেশ হইতে বিধাতা একরূপ মনুজ-কুসুম দেখাইতেছেন, তাহার শোভা দেখিবার জিনিষ বটে! বঙ্গদেশ যদি স্বাধীন থাকিত, বাঙ্গালী যদি বীর হইত, বঙ্গদেশী-

য়েরা যদি সঙ্গীতপ্রিয় না হইত, তবে বঙ্গদেশ এখন যে রত্নগুলি পরিয়া এত শোভান্বিত—তাহার একটীও থাকিত না। চৈতন্য-দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, জ্ঞানদাস, জয়-দেব, কৃষ্ণকমল কেহই থাকিত না।

প্রতিভাধারী লোক কে? প্রতিভা ঈশ্বরদত্ত মহার্ঘ রত্ন, পরম সুগন্ধি-কুসুম, পরীকণ্ঠের সঙ্গীত, পৃথিবীতে অপার্থিব। প্রতিভা-শূন্য ধরিত্রী কেবলই মাটী। প্রতিভা—বসন্তের শিশির, পিকের কুহু, পদ্মের রক্তিমা, গোলাপের গন্ধ, বিদ্যুতের তেজ, হিমগিরির উচ্চ শৃঙ্গ; আর মনুষ্য-জগতে—ইংরেজের সেক্সপীয়র, নিউটন, মিল, ফরাসীর আলফায়ারী, ভিক্টর হিউগো, নেপোলিয়ান, পাস্কেল, ইউজুন্ সু, জার্ম্মাণির গেটে, সিলার, লেসিং, কাণ্ট, ইটালির ভার্জ্জিল, ট্যাসো, ডাণ্টে, মাইকেল এঞ্জিলো, গ্রীসের এসকাইলাস, হোমার, পিণ্ডার, লিওনাডিস, ভারতের বাল্মীকি বেদব্যাস, কালিদাস, জয়দেব, মাঘ—কত শত!

প্রকৃতির প্রতিভা—কহিনুর, পদ্মকুসুম, নির্ঝরঝঙ্কারে শুক-তারা, পূর্ণচন্দ্র, বালভানু—যাহা অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর বা অত্যাশ্চর্য্য তেজস্বী—যাহা একবার দেখিলে ভোলা যায় না, যাহা বিধিদত্ত, যাহা দেখিলে সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের, মহত্বের ধাঁধা চক্ষে পড়ে, তাহাই প্রতিভা।

তবে প্রতিভা-কুসুম, বিধি যেখানে সেখানে যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে প্রেরণ করেন না। প্রতিভা—সম্যক-বিকশিত জাতীয় জীবনের শেষ পুষ্প, প্রতি জাতির কোটী নিস্তব্ধ কণ্ঠের এক ভাষা; প্রতিভা—জাতীয় সহস্র জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—পুঞ্জীকৃত ভাবরাশির এক কেন্দ্র। প্রতিভা—জাতীয় জীবনের

অমর জীবন্ত ইতিহাস, যেমন প্রস্তর-বিশেষে কেন্দ্র নির্দ্ধারিত হইলে সূর্য্যের তাপ সমষ্টীকৃত হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকাশ করে, সেইরূপ এক জাতির বিশেষ সময়ের তেজঃ, আশয়, উদ্যম, ভালবাসা, গৌরব—এক প্রতিভার অনল অক্ষরে ফুটিয়া উঠে।

এই পৃথিবীর প্রতি রেণুতে মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, মিষ্টত্ব, সুগন্ধ লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। একটী সম্যক-স্ফুরিত গোলাপ কি নবদল-প্রকাশে সম্পূর্ণ-শ্রী পদ্মপুষ্প দেখিয়া মনে ভাবি, এই কুৎসিত ধরণীর অঙ্গে এমন অপূর্ব্ব শোভা কি স্বর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত হইল! কিন্তু সে শোভা স্বর্গের নহে—পৃথিবীর যে রূপ লুক্কায়িত অবস্থায় পরমাণুতে পরমাণুতে বর্ত্তমান, তাহাই এক গোলাপে কি শৈবাল-রম্য সরসিজে স্ফুরিত হইয়াছে। সেইরূপ যে সৌন্দর্য্য, ভালবাসা, ভক্তি, উচ্চ আশয়, জ্ঞান, জাতীয় জীবনের প্রত্যেক হৃদয়ে আংশিক-ভাবে বিরাজ করিতেছে, সেই সৌন্দর্য্য প্রতিভার করে যখন চিত্রিত হয়, তখন প্রতিভার নাম মাইকেল এঞ্জিলো; জাতীয় জীবনের প্রেম, ভালবাসা যখন প্রতিভার দ্বারা ব্যক্ত হয়, তখন প্রতিভা—বিদ্যাপতি কি চণ্ডীদাস; জাতীয় জীবনের জ্ঞান প্রতিভার দ্বারা যখন লিপিবদ্ধ হয়, তখন প্রতিভা—বেদব্যাস—সক্রেটিস।

বঙ্গদেশের প্রেম অন্য দেশের প্রেমের মত নহে। বাঙ্গালী চির-নির্ভর-পরায়ণ পরাধীন, সুতরাং দুঃখ-সহনক্ষম; পরমুখাপেক্ষী, সুতরাং অল্পে সন্তুষ্ট; বঙ্গদেশ পরাধীন—প্রভু-ভক্ত। প্রভুর অত্যাচার সহ্য করিতে দরিদ্র বাঙ্গালী চির-সহিষ্ণু। স্বাধীন জাতি সংসারী হইয়া 'অহংজ্ঞান' বিস্মৃত হইতে পারে না, বাঙ্গালী পরের জন্য নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে পারে। পৃথিবীর অন্য অন্য

জিনিষের ন্যায় পরাধীনতারও একটী শুভ দিক আছে, তাহা এই। সংস্কারক পরাধীনতার অনেক দোষ গাহিবেন; কিন্তু পরাধীনতার ফলে বাঙ্গালী নিজ স্বার্থ ভুলিয়া প্রেমিক হইতে পারিয়াছে—ইংরেজী প্রেম-পুষ্পে আত্মাভিমানের গন্ধ প্রতি পত্রে পত্রে! কিন্তু বাঙ্গালী বড় দুঃখ সহ্য করিতে পারে, পরের সেবার জন্য স্বীয় জীবন-কুসুম ইহলোকে দুঃখের স্রোতে ছাড়িয়া দিতে পারে, বঙ্গদেশের শিরে এই প্রেম—মুকুট, বঙ্গদেশের কণ্ঠে এই প্রেম—পুষ্প-মাল্য! জাতীয় চরিত্র পাইলাম—প্রতিভা গড়িতে হইবে;—গড় চৈতন্যদেব—গড় চণ্ডিদাস, আর গড় কৃষ্ণকমল!

বঙ্গদেশে যেরূপ ভক্তি, বঙ্গদেশে যেরূপ প্রেম, এরূপ অন্য কোন দেশে হয় নাই। বঙ্গদেশের ভক্তি-উদ্যানের শ্রেষ্ঠতম পুষ্প —চৈতন্যদেব। প্রেমকুঞ্জের শ্রেষ্ঠতম পুষ্প—চৈতন্যদেব। ইয়োরোপে চৈতন্যদেব জন্মিতে পারেন না—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও বুঝি চৈতন্যদেব সম্ভব নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাতীয় জীবনের সম্যক্-বিকশিত সুষমারাশি প্রতিভায় পরিস্ফুট হয়। চৈতন্যদেব অর্থ—বঙ্গদেশের জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ নির্ম্মলতা, রমণীজনোচিত নির্ভর-প্রিয় ভালবাসা, চন্দনার্দ্র নলিনীর ন্যায় অশ্রু-সিক্ত ভক্তি; চৈতন্যদেব বঙ্গীয় জাতীয় জীবনের পবিত্রতার ফটোগ্রাফ্। যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কম, তিনি বলিবেন, অধঃপতিত বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব দিবচ্যুত দেবতার ন্যায় বিধির ভুলে স্বর্গ হইতে পড়িয়াছেন; কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ যেরূপ মৃত্তিকা ও বায়ু পরীক্ষা করিয়াই বলিতে পারিবেন—সেই মৃত্তিকা ও বায়ুতে নাগপুষ্প, কর্ণিকার পুষ্প, কি মাধবীলতা প্রসূত হইবে, সেইরূপ

যিনি জাতীয় জীবনের ইতিহাস সম্যক্ পাঠ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, বঙ্গদেশে চৈতন্য স্বভাবজ।

চৈতন্য-পুষ্পের উৎপত্তি বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে বঙ্গদেশের তৎসাময়িক ইতিহাস জানিতে হইবে। প্রথমতঃ, মালী সযত্ন জলনিষেকে উদ্যান-ভূমি উর্ব্বরা করে—তৎপরে বীজ-বপন করা হয়—ক্রমে অঙ্কুরোদ্গম—সেই অঙ্কুর কালে বিচিত্র মহীরুহ হইয়া মঞ্জরিত হইয়া উঠে—তৎপরে বৃক্ষের চরম শোভা পুষ্প কি ফল উদ্ভূত হয়। বঙ্গদেশে, তান্ত্রিক-মতের ব্যভিচার-স্রোতে, ভক্তি-কুসুম ভাসিয়া যাইতেছিল—তান্ত্রিক-ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থার পাশবাচার কে না জানে? সে পাশবাচার—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। বিধাতার আশ্চর্য্য লিপি-অনুসারে ধরিত্রী দুই বিরুদ্ধ সীমান্তে নীত হইয়া ধীরে ধীরে সত্য শিক্ষা করিতেছে; যখন পশু-হনন ও বাহ্য-নিষ্ঠা ভারতের প্রকৃত ধর্ম্ম লুপ্ত করিতেছিল, তখন, যজ্ঞ-বিধি-নিন্দা করিতে ও সদয় হৃদয়ে পশুঘাত দেখাইতে, বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের অহিংসার প্রতিক্রিয়া—তান্ত্রিক-ধর্ম্মের বিকৃতি—পাশবাচার। বুদ্ধ জ্ঞান শিখাইয়াছিলেন—চৈতন্য আরও একটু অগ্রসর হইয়া প্রেম শিখাইলেন। যুগব্যাপী পাশবাচার পুনর্ব্বার ভারতীয় ধর্ম্মের নির্ম্মল আকাশ আঁধার করিয়া বহিতে লাগিল। কিন্তু সাধুত্ব সংসারে লুপ্ত হয় না; সেই কুটজ-কলিকার চম্পক-কুমুদ-নিন্দাদায়ী পবিত্রতা—যাহা মনুষ্যের শিরের শ্রেষ্ঠ কিরীট, তাহা কি এক সিরাজউদ্দোলা, নীরো, কি জজ জ্যাফ্রির ভয়ে লুপ্ত হইবে? তাহা যদি হইত, তবে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে লুথারও সন্দিহান হইতেন। সেই সব তান্ত্রিক ব্যভিচারের বিরুদ্ধে, স্তিমিত-গম্ভীর নদীরেখার ন্যায়, শান্ত কিন্তু

নিঃশব্দ পাশবাচারে, ভক্তি-কুসুমবাহী আর এক ভাব-স্রোত বহিতেছিল; কিন্তু সেই ভক্তি-কুসুমবাহী পবিত্র ভাব-স্রোতে— ঈশ্বরের অঙ্গুলী! সেই অঙ্গুলীর ভয়ে সয়তান দমিত, সুডাস দলিত, সিরাজ নিহত, টার্কুইন নির্ব্বাসিত।

প্রথম—ভাবের অঙ্কুর। জাতীয় জীবনের এক দিকে সেই অঙ্কুর নিহিত হইল—ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া ঐ শত-দলের প্রতি দল ফুটিতেছে। ঐ দেখ, বিদ্যাপতি এক দলে, গোবিন্দদাস এক দলে, চণ্ডীদাস এক দলে, জ্ঞানদাস এক দলে, স্বয়ং জয়দেব এক দলে। তুমি বলিবে, এ সব প্রতিভা ঈশ্বরদত্ত— অপার্থিব। কিন্তু বঙ্গীয় জীবনের ভক্তি-শতদল ধীরে ধীরে ফুটি-তেছে; যে উজ্জ্বল বর্ণ কুসুম-দলে দৃষ্ট হয়, সেই উজ্জ্বল বর্ণের আধার তরুকাণ্ড—সেই সব স্বর্গীয় প্রতিভার কারণ অনুসন্ধান কর, জাতীয় জীবনে পাইবে। তরু যদি চিনিতে পার, তবে তাহাতে কি কুসুম ফুটিবে, তাহা কি বলিতে পার না? নাগবৃক্ষ দেখিলেই বলিবে, ইহাতে নাগপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়—শুধু পত্র-শেষ সলিল-স্রোত-তাড়িত মৃণাল-লতিকা দেখিলেই তাহাকে পদ্ম-প্রসূতি বলিতে পার। সেইরূপ, বঙ্গীয় জাতীয় চরিত্র পাঠ করি-লেই বুঝিবে, এই মহীরুহের যাহা চরম শোভা, সেই পুষ্পের নাম —চৈতন্য। এই বৃক্ষে ক্রমওয়েল হয় নাই, এই তরুতে সেক্ষপীয়-রের তেজস্বিতা নাই, কদলী-বৃক্ষে কি কমল বিকাশ পায়—মাধ-বীলতায় কি তক্কাপোষ হয়? কিন্তু বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কথা বলিতেছিলাম, ধীরে ধীরে ভক্তি-শতদলের প্রতি দল ফুটিতেছে; ভাব মনে উপজিত হইল, লেখনী তাহা লিপিবদ্ধ করিল; ভগব-দ্ভক্তি-চক্ষে পৃথিবী নূতন হইল, সেই ভাব-সংগীতে কুন্দপুষ্প-

কেতকী-চম্পকশালী উন্মাদকারী বেল-যূথি-জাতি-গন্ধ-পুষ্পধারিণী ধরিত্রী আরও সুমনোহরা হইল। প্রকৃতির রন্ধে রন্ধে পুষ্পোদ্গম হইল, রসোদ্গম হইল। এই পৃথিবীর পশ্চাতে যে বংশীধরের বাদ্য-ধ্বনিতে সুকুসুম স্নিগ্ধ-লাবণ্য ধরিত্রীসুন্দরী শিহরিত, কবি সেই নীল জীমূত-সুন্দর প্রভুর কর-ধৃত বংশীরব শুনিতে পাইলেন। তখন কবি একবার গাইলেন ;—

"মুরলী করাও উপদেশ,
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম,
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম।
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি,
কোন রন্ধ্রে কেকা-শব্দে ডাকে ময়ূরিণী।
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয় পারিজাত,
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ।
কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে,
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল-ফলে।
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়,
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।
জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি,
'রাধা মোর' বলিতেছে বাঁশী।"

সুশ্যাম তৃণপুষ্প-সমাচ্ছন্ন চিরহাস্যময়ী প্রকৃতির উজ্জ্বল চিত্রপট, নীল নীরদের যে বর্ণ, তাহাই শ্রেষ্ঠ বর্ণ। প্রকৃতির অঙ্গে নীল নীরদের বর্ণ, নীলাম্বু-তরঙ্গে নীল নীরদের বর্ণ, আকাশের অঙ্গে নীল নীরদের বর্ণ। অন্য বর্ণ—রক্ত, পীত, হরিত—সেই নীলবর্ণের

সমৃদ্ধির জন্য—প্রকৃতির পটে দেখ। তাই প্রেমিক, বাছিয়া, সেই বর্ণ ভগবৎ-রূপ-প্রকাশক চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠে বনফুল-মালা, অঙ্গভঙ্গি মনোমুগ্ধকারী, চূড়ায় প্রকৃতির সর্ব্ব বর্ণ আশ্রয় পাইল, স্বরূপ সুস্বরে আহ্বান করিলেন। এ পূজার পূজক—রাধা ; এ নীরব ভ্রমরকুল-সঙ্কুল পুষ্পিত প্রেম-কুঞ্জের নায়িকা—রাধা! রাধার চক্ষে নীল নীরদের ধাঁধা! রাধিকা সেই ধাঁধায় মুগ্ধা।

"এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখায় খসায়ে চুলি,
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ-পানে,
কি কহে দু'হাতে তুলি।
এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণ।"

রাধার চক্ষে নীরদের ধাঁধা! মেঘ দেখিয়া, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া, রাধিকা ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধা হইতেছেন, রাধা যেন প্রকৃতির প্রতি পটে তাঁহার হারানিধি কুড়াইয়া পাইতেছেন,তাই তিনি আহ্লাদ-সাগর-তরঙ্গ-নীত ফুল্ল পদ্ম।

আবার কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, সুরগজ-দন্ত-লগ্ন পদ্মিনীর ন্যায় রাধার জীবন বিরহে পীড়িত। অধরে পদ্মরাগ মিশাইয়াছে, যমুনার তীরে প্রেমময়ীর নিশ্চেষ্ট দেহ দেখিয়া সহচরীগণ "রাই মো'ল, রাই মো'ল" বলিয়া কাঁদিতেছে। সে বৈজয়ন্তী-হার রাধার কণ্ঠে নাই, লীলা-কমল ধুলায় লুণ্ঠিত। সে কমল নিন্দিত পা দু'খানির সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, বঁধু কত সাধে আল্‌তা পরাইতেন, এবং 'কৃষ্ণ দরশন লাগি' যখন সে নূপুর-শিঞ্জিত চরণক্ষেপে

রাধিকা চলিয়া যাইত, তথন "হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়া দেই হিয়া"—আজ সে শোভা নাই ; গজযূথ-আলোড়িত নলিনীর ন্যায় যমুনা-তীর-শায়িতা রাধিকার আজ অন্তিম দশা দেখ।

রাধিকা নীল মেঘ দেখিয়া ভ্রান্তিবশে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, বংশীবট দেখিয়া কৃষ্ণ-ভ্রমে সহচরীগণকে বলিয়াছিলেন ;—

"ওই দ্যাখ্ চরণে চরণ থুয়ে,
ভুবনমোহন বেশে দাঁড়াইয়ে।
আমার যে অঙ্গ হ'ল ভারি,
আমি যে আর চল্‌তে নারি।"

এখন ভ্রম বুঝিয়া মৃতপ্রায় রাধা বলিতেছেন,—

"না পোড়া'ও মোর অঙ্গ না ভাসা'য়ো জলে,
মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে।
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে,
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে।"

কোকিলের কুহু, ভ্রমর গুঞ্জন, কুন্দ-নীলাশোক-উৎপলাদি কামের পঞ্চস্বর, সুন্দর চন্দ্র, বিরহিণী রাধাকে শত্রুবৎ ব্যবহার করিতেছে ; কিন্তু যখন শ্রীহরি পুনরায় বৃন্দাবনকুঞ্জে আসিলেন, তখন রাধা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—জননীর অঞ্চল ধরিয়া যেন শিশু, প্রতিদ্বন্দ্বী সহচরকে ভয় দেখাইতেছে,—

"সোহি কোকিল, অব লাখ ডাক ডাকয়ু,
লাখ উদয় করু চন্দ,
পাঁচ বাণ, অব লাখ বাণ হউ,
মলয়-পবন বহু মন্দ।"

এই শ্রীকৃষ্ণ-রাধার লীলা একদিন বঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে জাগিতেছিল। শুদ্ধচিত্ত—বৃন্দাবন; ভগবৎ-প্রেমে-মুগ্ধ জীবাত্মা—রাধিকা; স্বশক্তিশূন্য পৃথিবী—আয়ান ঘোষ; হৃদয়ের ষষ্টি সহস্র ভাব—ষষ্টি-সহস্র গোপী। যখন সমস্ত ভাব অলঙ্কৃত হইয়া—মাধবী, স্বর্ণ, লজ্জাবতী লতা একত্র হইয়া, সেই বটবৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে, তখন কতই না শোভা হয়! বঙ্গের হৃদয়ে হৃদয়ে এই প্রেমের ঢেউরাশি খেলিতেছিল, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস তাহা দেখাইয়াছেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস—শব্দ। সহস্র নিঃশব্দ জীবন বুদ্‌বুদের মত কাল-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়—থাকে শব্দ! ভক্তির ফল্গু-নদী কে দেখে? বাঙ্গালীর তৎসাময়িক ভক্তি-তরঙ্গে এক উচ্ছ্বাস বিদ্যাপতি; অন্য উচ্ছ্বাস—চণ্ডীদাস। জাতীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। আর ইতিহাসের প্রয়োজন কি? খোঁজ, বঙ্গদেশের সমস্ত তত্ত্বই সেইখানে পাইবে। ঐতিহাসিক শুধু খড়ের বোঝা বহিয়া মরে; কবি প্রকৃত ইতিহাস আঁকিয়া রাখেন। বাল্মীকি পাঠ কর, প্রাচীন সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাইবে! তৎপর বেদব্যাস পাঠ করিয়া, তৎপরবর্ত্তী সমাজতত্ত্ব বুঝিবে।

অশুভশক্তি যখন শারীরিক বলে অসুর—শুভশক্তি তখন শারীরিক বলে সুর। রাবণবধ—শ্রীরামের হস্তে। এই দৃশ্য সমাজের তাৎকালিক আবস্থার দর্পণ। তৎপর অশুভ-শক্তি দুষ্ট কূটনীতি-রূপে শকুনি-রূপে যখন সমাজে বিরাজিত, তখন শুভশক্তি সূক্ষ্মনীতিরূপে-শ্রীকৃষ্ণরূপে তদ্বিরুদ্ধে অবস্থিত। একদিকে শকুনি-নীতির অঙ্কুর বিকশিত হইয়া, শাখাপত্র-কাণ্ড লইয়া, কুরুসৈন্য

লইয়া দাঁড়াইল ; অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের নীতিচক্রে পাণ্ডব-সৈন্য তদ্বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজে অস্ত্রধারণ করেন নাই। বাহুশক্তি শুভ ও অশুভ নীতির অনুযায়ী। সমাজের অবস্থা এই দৃশ্যপটে অঙ্কিত! এই সময়ে হিন্দুসমাজে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছিল। আর ইতিহাস দিয়া কি করিবে। কাব্যই সপ্রমাণ ইতিহাস। তাহা হইতে সত্য ইতিহাস কোথা পাইবে?

প্রথম ভাব, তৎপরে শব্দ—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি শত নিস্তব্ধ জিহ্বার শব্দ! প্রথম ভাব, তৎপরে শব্দ, সর্ব্বশেষ জীবন, কথনও কথনও শব্দ ও জীবন প্রায় সমসাময়িক হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস উলট-পালট করিয়া দেখ, এই এক সূত্র পাইবে। প্রথম রুসো, ভল্টেয়ার—তার পর নেপোলিয়ান। সেক্ষপীয়র, বেন্‌জন্‌-সন্‌, মারলো—বাক্যবীর ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেক্স, ড্রেক, ওয়াল্টার, র‍্যালে—কর্ম্মবীর ; মিল্টন, জন্‌ বানিয়ান্‌—বাক্যবীর ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমোয়েল, হ্যামডান্‌, পীম—কর্ম্মবীর। বিদ্যা-পতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব—বাক্যবীর ; তার কিছু পরেই চৈতন্য-দেব—কর্ম্মবীর—ভক্তির গিরিমূর্দ্ধা—পবিত্রতার এভারেষ্ট শৃঙ্গ—ভগবৎ-প্রেমপদ্ম সম্পূর্ণ-বিকশিত। শতদল একদিনে ফোটে নাই, পাঠক, তাহা দেখিলেন। প্রতি দল একটী একটী করিয়া প্রস্ফু-টিত হইল—পুণ্যগন্ধে দিক্‌ আমোদিত হইল। কুটজ, উদ্দালক, কিংশুক আগে ফুটিল, সর্ব্বশেষে উদ্যান-রাণী পদ্মিনী ফুটিল। কোকিল আগে কুহু গাইল, দ্বিরেফ আগে গুঞ্জন করিল ; সর্ব্ব-শেষ, প্রকৃতির অঙ্গরাগ সম্পূর্ণ হইলে, ঋতুরাজ বসন্ত দেখা দিলেন। চৈতন্যদেব আসিতেছেন—জয়দেব বাহ্য সৌন্দর্য্যের রঙ্গ-মঞ্চ স্থাপন করিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—একটী কোকিল,

অন্যটা মধুপ—পঞ্চম ঝঙ্কার করিয়া আগমনী গাহিল। তার পর ভক্তির গোরা আসিলেন।

এই পৃথিবীতে অনল সর্ব্বত্র লুক্কায়িত। আগুন কিসে নাই বল? বরফেতে, হিমানীতে, বায়ুতে, কিসে তেজ নাই? তেজ প্রকৃতির জীবন, তেজ ব্রহ্ম। প্রতি মনুষ্য-জীবনে সেই পবিত্রাগ্নি লুক্কায়িত; তবে যে দেখিতে পাও না, তোমার নিজের তেজ প্রচ্ছন্ন বলিয়া। তোমার হৃদয়ে একটু আগুন জ্বালিয়া দেখ; চারি দিক উষ্ণ হইবে, শীতল প্রস্তরের শীতল বক্ষে অনলোদ্গম হইবে, মেঘের শরীরে বিদ্যুৎ-সঞ্চার হইবে। একটী দিয়াশলাই জ্বালিয়া এক গৃহে নিক্ষেপ কর; দেখিবে, যাহার মধ্যে তেজ ছিল না—গৃহ, প্রাচীর, কাষ্ঠ, তেজস্বী হইয়াছে। তুমি যদি অগ্নি-সঞ্চারের গুপ্ত-মন্ত্র জান, তবে তিন ভুবন জ্বালিতেও জানিবে। প্রতিভার হৃদয়ে যে অগ্নি, তাহাতে শীতলে তেজের সঞ্চার হয়। আজ গোরা পাগল, তাই বঙ্গদেশ পাগল—মুল্লুক পাগল!

গোরা, বহিতে ভক্তি-গীতি লিখে নাই। গোরা, জীবনে ভক্তি-গীতি লিখিয়াছে। গোরার কর্ম্মে যে সৌন্দর্য্য, বিদ্যাপতির তাহাই কবিত্বের উচ্ছ্বাস। কবির উপমা, স্বর, লহরী, অলঙ্কার-ময়ী পঙ্‌ক্তি, পূর্ব্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন, গোরার জীবন-গ্রন্থে সবই গাহিবে। যাহারা গোরার মুখ দেখিয়াছিল, তাহারা বাপীনীর-বিধৃত ফুল্ল পঙ্কজের শোভা দেখিয়াছিল; যাহারা গোরার জীবনের অনুষ্ঠান-রাশি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারা পুণ্যবান, সৌভাগ্যশালী—পবিত্রতার পুণ্য-গন্ধ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তাই গোরাকে দেখিয়া বঙ্গদেশ অবতার মানিয়া-ছিল। অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ, জ্ঞানে অসীম, অসীম মনস্বী, গোরার

চরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিল। চৈতন্যকে যাহারা পূজা করিতে জানে, তাহারা বঙ্গ দেশকে পূজা করিতে জানে। কারণ, বঙ্গদেশের চির-সঞ্চিত ভক্তি, চির-সঞ্চিত প্রেম, তিনটী অক্ষরে ব্যক্ত—সে ত্রি-অক্ষর "চৈতন্য"। গোরার বয়স অল্প, তাহাতে কি? "তেজস্বিন্যাং ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।" এক দিনের চন্দন-তরু, সেও চন্দন-তরু, বহু বর্ষের নিম্বতরু হইতে তাহা শ্রেষ্ঠ। গোরা বঙ্গদেশের ইতিহাস—গোরাকে প্রণাম করি। বঙ্গদেশের জীবনে ঈশ্বর কিরূপ লীলা করিয়াছেন, গোরা তাহার সংক্ষিপ্ত, জীবন্ত, সতেজ চিহ্ন—গোরাকে প্রণাম করি। বঙ্গদেশের ঈশ্বরত্বটুকু, কুসুমপঙ্‌ক্তির শোভাটুকু, হৃদয়ের নির্ম্মলতাটুকু, তিন অক্ষরে ব্যক্ত—তাহা চৈতন্য। আমি মাতৃভূমি বঙ্গদেশকে শতবার প্রণাম করি। আমার মাতৃভূমির যাহা কিছু শোভা, তাহা যাঁহার এক জীবন-পুষ্পে সম্যক বিকশিত, সেই বঙ্গের মুকুট, ভক্তচূড়ামণি, প্রেমের সরস পদ্ম, ভগবানের অবতার, গোরাকে শত সহস্র বার প্রণাম করি।

বঙ্গদেশের প্রেমের সঙ্গে, অন্যান্য দেশের প্রেমের অনেক ব্যবধান। বঙ্গদেশের প্রেম আত্মাভিমান-বিবর্জ্জিত। দুইটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইব।

ইনিস বহিয়া যায়। যে রণতরী ইনিসবাহী, সে রণতরীতে ডিডোর সর্ব্বস্ব ভাসিয়া যায়। ডিডো অনেক সাধিল; চরণে মস্তক নত করিয়া, ডিডো, করযোড়ে ইনিস্‌দেবের অনেক তপস্যা করিল! কিন্তু ইনিস্, প্রথমতঃ পরস্ত্রীর প্রেমে আসক্ত হইয়া, রমণী-হৃদয় ভগ্ন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কর্ত্তব্য-জ্ঞান তখন নিদ্রিত ছিল। এখন ডিডোর হৃদয় ভাঙ্গিতে, ডিডোকে বধ

করিতে, ইনিসের মনে কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগিল। বীর, বীরত্ব দেখাইতে, রমণী-হৃদয় ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যখন তরী ভাসিয়া যায়, তখন ডিডো ইনিসকে অভিসম্পাত করিতেছে ;—

"কাতর দৃষ্টিতে ডিডো দেখিছে সাগর,
ইনিসের তরী নহে নয়নগোচর,
কুঞ্চিত অলক-রাজি ছিঁড়িছে রমণী,
বক্ষে করে করাঘাত, কহে ক্রুদ্ধবাণী ;—
"যাইবে কি সে নিষ্ঠুর এ দেশ ছাড়িয়ে,
প্রেমের সুবর্ণ-সূত্র হেলায় ছিঁড়িয়ে।
চল সৈন্য—রণতরী সাজাও এখনি,
সে পাপীর শিরে শীঘ্র পড়ুক অশনি।
দেখিলে সাধুত্ব তার, ধর্ম্মের বড়াই,
আজ কালসর্প আমি তার ত্রাণ নাই।
কোথা আমি, কি কহিনু, হয়েছি পাগল,
ছেড়ে গেছে দুষ্ট, আর বিলাপে কি ফল ?
আগে যদি জানিতাম, অগ্নিস্তূপে তার,
জীবন্ত শরীর তবে করিয়ে সৎকার,
আমিও ঢাকিতে লজ্জা প্রাণ সঁপিতাম,
হায় যদি এত হবে আগে জানিতাম।
ছিঁড়িতাম তার দেহ, বন্য-পশুমুখে
সঁপিতাম মৃতদেহ, দেখিতাম সুখে।
হে তপন, দেখিতেছ এ মহীমণ্ডল,
হে জুনো, প্রেমের সাক্ষী দেখিছ সকল,

হে হিকাটী, দেব-দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
দেখেছ আমার দুঃখ, যেন সে পামর
পড়ে শত্রু হস্তে, তার বন্ধুজন সাথে
মৃত্যু যেন হয়, অগ্নি-বরুণ বিদ্যুতে।”

ইনিস্ ; ভার্জ্জিল ; ৪র্থ অধ্যায়।

এর পরে আরও ভীষণ অভিশাপ আছে। এ সব, ভালবাসার —গুলি, বারুদ, তপ্ত গন্ধক দ্রব। বঙ্গদেশে ভালবাসা কেবলই ফুলশয্যা, এখানে তাহা নহে। এখানে প্রেম-ফুল বিষাক্ত ; এ ফুল-শয্যা নহে—এ অহি-শয্যা ; প্রণয়ী কি শুইতে ইচ্ছুক ?

ডিডো যে ইনিসকে ভালবাসে না, তাহা নহে। ঐ দেখ, এত অভিসম্পাতের পর, ডিডো শয্যাগৃহে প্রবেশানন্তর, ইনিসের পরিত্যক্ত পরিহিত বস্ত্র দেখিয়া, চক্ষের জল সামলাইতে পারিতেছে না। এবার নীল-কুঞ্চিত-কুন্তলা অভিমানিনীর বিষম মান টলিল ; সেই পরিত্যক্ত বস্ত্ররাশি দেবপূজার নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করিয়া চুম্বন করিল। কিন্তু দুর্জ্জয় মান কি যায় ? ইনিসের পরিত্যক্ত অসি বক্ষে বিদ্ধ করিয়া, হতভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল, জীবন-কুসুম প্রেম-স্রোতে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে, আর একবার ইনিস-উদ্দেশে ভীষণ অভিসম্পাত নিক্ষেপ করিয়া মরিল। অর্থাৎ, ‘তোমাকে প্রাণ দিয়েছি, তুমি আমাকে সুখী কর ; নতুবা তুমি অধঃপাতে যাও। আমার সুখ হইল না, তুমি বাঁচিয়া না থাকিলেই বা ক্ষতি কি ?’

ইহাকে কি প্রেম দেওয়া, না চাওয়া বলে ? পার্শ্বে রাধিকাকে দাঁড় করাও—কত সুন্দরী দেখিবে ? কাল-ভুজঙ্গের নিকট মাধবীলতা, কণ্টকপূর্ণ শিমূল-তরুর নিকট নলিনী-লতা, অয়শ্চক্রের

নিকট আরণ্য-কর্ণিকার-পুষ্পমাল্য, যত সুন্দর নহে, ডিডোর নিকট রাধিকা তদপেক্ষা সুন্দরী।

রাধা বিরহে মলিনা, মৃতপ্রায়া। বলিতেছেন,—

"দেহ দাহন ক'র-না দহন-দাহে,
ভাসাও-না কেহ যমুনা-প্রবাহে।
আমার শ্যাম-বিরহে পোড়া তনু,
আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ।
সব সহচরী, বাহু দুটি ধরি,
বাঁধিও তমাল-ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি,
আসে গো আমার পরাণ হরি,
বঁধুর শ্রীঅঙ্গ-সমীর পরশে,
শরীর জুড়াইব সেইকালে।
বঁধু আসিয়া সে, যদি সুধায় রাই কোই,
তোরা দেখাস্ ওই, তোমার রাধা বাঁধা
তমালে ঐ।"

কিন্তু এ কথা বলিয়া আবার রাধার আশঙ্কা হইতেছে,—

"মৃত তনু দেখিলে নয়নে,
আমার প্রাণবল্লভ গো,
পাছে সতীপতি শিবের মত,
হয়ে বঁধু উন্মত্ত, বহিয়া
বা ফিরে বনে বনে।
তাই মনে ভাবি গো—
যে অঙ্গে চন্দনার্পণে,

কত ভয় বাসি মনে,
সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে ?”

দেখ দেখি কত প্রেম !

ডিডোকে ছাড়িয়া ইনিস গিয়াছে, সেই জন্য আহত ভুজঙ্গ ডিডোর মুখে কত ফোঁস্ ফোঁস্ শুনিয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণ বহু নায়িকাতে আসক্ত ; রাধিকা ডিডোর মত বিরহ সহিতেছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে গালি দেন নাই—শ্রীকৃষ্ণের বহু-রমণী-বিলাস কিরূপে সহ্য করিতেছেন, দেখ,—

“বঁধু, আমার মতন
তোমার অনেক রমণী ;
তোমার মতন আমার
তুমি গুণমণি।
যেমন দিনমণির কত
কমলিনী,
কমলিনীগণের ঐ
একই দিনমণি।”

আবার আর একটী দৃশ্য দেখ ! রাধিকা মৃতপ্রায়া,

“আনিয়া কমলতন্তু
নাসাগ্রে ধরিয়া কিন্তু
দেখা গেল, না চলে নিশ্বাস।
ধনির কি হোল গো,
নবজলধর হেরি।”

সেই রাধিকাকে, চন্দ্রা, নবনীলোৎপলের গন্ধ ঘ্রাণ করাইয়া, কৃষ্ণরূপশালী চিত্রপট চক্ষের নিকট ধারণ করিয়া, কৃষ্ণ-উপস্থিতি

ভ্রম জন্মাইয়া, কোনরূপে চৈতন্য করাইল। তার পর যখন চন্দ্রা, কৃষ্ণের নিকট রাধিকার দৌত্য গ্রহণ করিয়া যাইতে চাহিল, তখন রাধিকা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। কিন্তু চন্দ্রা, কতক দূর যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া, দাসখৎ চাহিল। রাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাসখৎ দিয়া কি করিবে?" চন্দ্রা বলিল,—"নিষ্ঠুর কালা যদি সোজা কথায় না আসে, দাসখৎ অনুসারে বাঁধিয়া আনিব।" অন্য অন্য আলাপের পর, চন্দ্রা গমনোদ্যতা হইল; কিন্তু রাধিকা ধীর-পদসঞ্চারে চন্দ্রার পশ্চাৎগামিনী হইলেন। চন্দ্রা, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, ভীতা রাধিকা অতি গোপনে চন্দ্রাকে স্বীয় ভয় জানাইলেন—,

"তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যাবে মথুরা,
আন্‌তে মোর পরাণ-বল্লভে।
আমার শপথ লাগে, বলি চন্দ্রা, তব আগে,
মোর এই কথাটি রাখিবে।
বেঁধ না তার কমল-করে, ভৎ‍র্সনা ক'র না তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুখ।
যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।"

ইহা ভগবৎ-ভক্তি-বিশুদ্ধ! বাঙ্গালীর ইহা প্রেম নহে—ইহা ধর্ম্ম।

খৃষ্টানের যীশু আছে, মুসলমানের মহম্মদ আছে, আমাদের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণকমল, আর চৈতন্য আছেন। তোমাদের বীর-রসের শব্দে মাত্র পরিণতি-হুঙ্কার আছে, ইংরাজের কামানের গোলা আছে, মুসলমানের এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে বর্ষা

আছে ; বাঙ্গালীর কেবল আদিরসই আছে। আদিরস বাঙ্গালীর বর্ম্ম-চর্ম্ম-ধনুঃ। আদিরস বাঙ্গালীর অক্ষয় কবচ। আদিরসে জয়দেব জন্মিয়াছেন—আদিরসে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যদেব। আদিরসের অশ্লীলাংশ ভারতচন্দ্র ; কিন্তু পুরাখে পদ্মফুলের ন্যায় মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ভাষা সত্ত্বেও, ভারতচন্দ্রের যে কবিত্ব, যে কথার বাঁধনি, তাহার নিকট অনেক কবি পরাভূত।

ডিডোর নিকট রাধিকাকে ধরিয়া দেখাইলাম। উভয়ে ভালবাসে—উভয়ে ভালবাসায় মরিতেছে। কিন্তু ডিডো ভালবাসার আগুনে পুড়িতেছে ; আত্মাভিমানের শিখা, স্বসুখ-চিন্তার ধূম, আশার নিরাশা-ঝটিকা ডিডোকে বিধ্বস্ত করিতেছে। কিন্তু রাধা, ভালবাসার শিশিরে বিধৃত হইয়া, ম্রিয়মাণা হইতেছে—রাধা-মধুপ, ভালবাসার অমৃত-বিন্দুতে পড়িয়া নিমজ্জিত হইয়া মরিতেছে। ডিডো ভালবাসা-তরুর কণ্টক, ভালবাসার রস মাত্র তাহাতে আছে ; কিন্তু রাধিকা ভালবাসা-তরুর উৎকৃষ্ট গন্ধপুষ্প।

তোমার ডেসডেমনাকে দূরে রাখ। এক commend me to my kind lord শুনিয়াই চমকিয়া গিয়াছ! যখন ওথেলোর তরী সাইপ্রস-দ্বীপের নিকট ডুবুডুবু—সাইপ্রস-সমুদ্র-তীরে দ্বীপবাসী সমস্ত লোক, মালা গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ওথেলোর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে ; ডেস্‌ডেমনা তখন ইয়াগোর সঙ্গে হাস্যকৌতুক করিতেছেন। ডেস্‌ডেমনা, অনেক গুণে গুণবতী, কিন্তু সেই কি তোমার ব্যঙ্গালাপের সময়? পিতার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা-হেতু য়ুরোপে তোমার স্বাধীন প্রেমের প্রশংসা, কিন্তু আমাদের চক্ষে তুমি সে জন্য প্রগল্‌ভা।

ইহাদের সঙ্গে রাধিকার তুলনা হয় কি?

কিন্তু আমাদের দেশ খুঁজি। বঙ্গের রাধা, আর রামায়ণের সীতা। কৃত্তিবাস পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম, পদ্মপত্রেক্ষণা শ্রীমতী রাধার ন্যায়, শ্রীমতী সীতাও প্রেমময়ী নায়িকা—আদিরসে লীলা-ময়ী। কিন্তু রামায়ণের সীতা, হিন্দুর উদীয়মান স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধির সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল।

রাধার সঙ্গে সীতার কোনও সাদৃশ্য নাই। সীতা ক্ষত্রিয়ের কন্যা, ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। তিনি যদি নীল-কুঞ্চিত-কেশা ইন্দীবরেক্ষণা রাধার ন্যায় কোমলা হইতেন, তবে পর-পুরুষের স্পর্শেই প্রাণ-ত্যাগ করিতেন। রাধা ভগবানের ভার্য্যা, সীতাও রামরূপী ভগবানের ভার্য্যা। কিন্তু বঙ্গীয় সাধকের সৃষ্ট রাধায়—যূথি-জাতির কোমলতা, মাধবীলতার বিনয়, বসন্তানিলের স্নিগ্ধতা, লজ্জাবতীর লজ্জা—শিশিরে, কুসুমে, মন্দমারুতে যে শোভা, সে রাধাতে তাহাই। যে রাধা কুহুস্বর শুনিলে মরে, পরপুরুষ ছুঁইলে বল্লরীর মত সে কোমল রাই-লতিকা শুকাইত! কামিনী-ফুলের দলের মত, শারদীয় শিশির-কণার মত, স্পর্শ-ভয়ে ঝুর-ঝুর ঝরিয়া পড়িত। কিন্তু সীতা-কুসুম, রাবণের কর দ্বারা বল-পূর্ব্বক উত্তো-লিত হইয়া, লঙ্কায় নীত; তিনি রাক্ষসগণের মধ্যে এতকাল যাপন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি স্পর্শ-ভয়ে তো প্রাণত্যাগ করেন নাই! তাঁহার সতীত্ব প্রমাণ করিতে যে অগ্নি-পরীক্ষা চাই।

কিন্তু রামায়ণে সীতার পূর্ব্ব-চরিত্র পাঠ করিলে, সীতায় কে সন্দিহান হইতে পারে? কার সাধ্য, পবিত্র সীতার প্রতি ক্ষণ-তরে অবিশ্বাস করিবে? যখন দুষ্ট দশগ্রীব, নীলাম্বু-পরিক্ষিপ্তা গিরি-মধ্যস্থা লঙ্কাপুরীর গৌরব বলিয়া, সীতাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল, তখন সীতার মূর্ত্তি সতীর মূর্ত্তি! সতীত্বের অমর দীপ-

শিখা, কৈ, কোনও গ্রন্থে তো দেখি নাই! সতীর শরীরে আগুন জ্বলে, সে আগুনে পাপী পোড়ে—সীতা-চরিত্রে তাহাই দর্শন কর।

টার্ক্‌ইন যখন লুক্রেসিয়াকে ধরিয়াছিল, লুক্রেসিয়া তখন বিনয় করিয়াছিল, অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দলিত বল্লরীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছিল। লুক্রেসিয়াতে সতীর গৌরব দৃষ্ট হয় না। যে নর পুণ্যবান, যে রমণী পুণ্যবতী, সে কি পাপীর নিকট অনুনয় করিবে? তবে আর পুণ্যের গৌরব কোথা? লুক্রেসিয়া শতসূর্য্যতুল্য সতীত্বের জ্যোতিঃ ধারণ করেন নাই; পাপ পুড়িল না—পাপানলে তিনিই পুড়িলেন। কিন্তু কাল-কাদম্বিনীতে নক্ষত্রের ন্যায়—পাপিষ্ঠ দস্যুর করে সীতা। সে নির্জ্জনে সীতা কাঁদিলে, শুধু প্রতিধ্বনি হইত—কে সাহায্য করিবে? সহায় দিবচ্যুত কুসুমের মত স্বর্গ হইতে পড়িত না—রাবণের ভয়ে স্বর্গ সশঙ্কিত! কিন্তু সীতা—সতী। সীতা বলিলেন,—"মহাগিরির তুল্য অকম্প, মহেন্দ্র-সদৃশ রাম আমার স্বামী, যে রাম পৃথুকীর্ত্তি, সংযতেন্দ্রিয়, পূর্ণচন্দ্রানন, তিনি আমার স্বামী; তুই জম্বুক হইয়া সিংহীকে ইপ্সা করিতেছিস্—বাহু দ্বারা সিন্ধু বন্ধন করিতে যাইতেছিস্—জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতেছিস্—প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা আহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্—মন্দার-গিরিকে পাণি দ্বারা আহরণ করিতে চলিতেছিস্! স্যান্দনিকা—সমুদ্রে, সিংহ—শৃগালে, কাঞ্চন—সীসে, চন্দন—বারিপঙ্কে, বৈনেতেয় ও কাকে যে প্রভেদ, রামসঙ্গে তোর সেই প্রভেদ। ইন্দ্রের শচী হরণ করিলে তোর লঙ্কা নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারে; কিন্তু রামের সীতাকে হরণ করিয়া, রজনীচর, তোর লঙ্কাপুরী তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।" রাবণের করগতা

সীতা!—কিন্তু এ সাহস কিরূপে হইল? ইহার এক উত্তর, সীতা—সতী।

সীতা-চরিত্রে কি সন্দেহ থাকে? যখন রাম, সীতাকে গৃহে রাখিয়া বনে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন সীতা অনেক তেজঃ-পূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইহাও বলিয়াছিলেন,—"আমি ইন্দ্রিয়লিপ্সায় তোমার সঙ্গে বনে যাইব না। আমি ফল-মূলাহার করিয়া, নিয়ত ব্রহ্মচারিণী হইয়া, তোমার সঙ্গে থাকিব।" সীতা সে কথা কাজেও দেখাইয়াছিলেন। সে চৌদ্দ বৎসর সীতার সন্তান হয় নাই। সীতার শক্তি ক্ষত্রিয়োচিত। সীতা সতীত্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি। যুদ্ধাবসানে, রামের তিরস্কার সহ্য করিয়া, সীতা, বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"গাত্রসংস্পর্শনদোষে প্রভো, আমার নিজের অপরাধ হয় নাই।

"মদধীনং তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরা॥"

কিন্তু সীতা অশ্রুনেত্রে রামের কৃপা-ভিক্ষা করেন নাই। চিতা জ্বালিয়া নিজেই অগ্নিপরীক্ষা দিতে উদ্যতা হইলেন। সে পরীক্ষা ইউনিভারসিটির পরীক্ষার ন্যায় রাজমার্গ নহে, সে পন্থা সকলের জন্য নহে। কিন্তু সীতা আজ তজ্জন্য স্বয়ং প্রস্তুতা। অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক, রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও সর্ব্ব-দেবকে নমস্কার করিয়া, এই বলিয়া চিতারোহণ করিলেন,—"হে সর্ব্ব-সাক্ষী পাবক! যদি আমার চরিত্রে কলঙ্কের ছায়া না পড়িয়া থাকে, যদি আমি বিশুদ্ধা—একমাত্র রাঘবে অর্পিতচিত্তা তপস্বিনী হই, তবে সে সত্য অন্য জগতের নিকট প্রকাশ কর।

আজ ইচ্ছা করিয়া সীতা পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু অন্য একদিন

দিলেন না। অযোধ্যাবাসীর অবিচারে সীতা অবমানিতা, অযোধ্যা তাহার সাম্রাজ্ঞীকে চিনে নাই, স্বামী তাঁহার প্রকৃত মূল্য জানিয়াও তাঁহার সম্মান রক্ষা করেন নাই, মণিকে লোষ্ট্র জ্ঞান করিয়াছেন, কাঞ্চনকে কাচের ন্যায় অবহেলা করিয়াছেন,—আজ অভিমানিনী সীতা পরীক্ষা দিবেন কেন? তিনি এবার পরীক্ষা দিলে, তাঁহার সতীত্বের আর কি মূল্য রহিত? যে ইচ্ছা, সেই সতার পরীক্ষা চাহিলে সীতা কি তাহাই দিবেন? সতীত্ব কি খেলার সামগ্রী? দিব্য-গন্ধযুত বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, অযোধ্যাবাসী সভ্যমণ্ডলী, সকলকে সভামণ্ডপে সন্দর্শন করিয়া, কাষায়বাসিনী সীতা, করযোড়ে বলিলেন,—"যদি রাঘবকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান না দিয়া থাকি, তবে হে মাধবী দেবি! আমাকে আশ্রয় দান কর। কায়মনোবাক্যে যদি রামকে অর্চনা করিয়া থাকি, তবে হে মাধবী দেবি, আশ্রয় দান করিয়া উপকৃতা কর। রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও চিন্তা করি নাই—এ কথা যদি সত্য বলিয়া থাকি, তবে মাধুরী দেবি, আশ্রয় দান করিয়া উপকৃতা কর।"

সীতা—সতী, সত্যবাদিনী; সীতা আশ্রয় পাইলেন।

এই সীতার নিকট রাধিকাকে রাখুন। সীতা স্বাধীনজাতিসম্ভূতা রমণী—সীতা তেজস্বিনী। রাধিকা স্নিগ্ধপ্রাণা সুকুমারী—রাধিকা বসন্তের শিশির, চন্দন-লিপ্ত রক্ত-সন্ধ্যার ঊর্দ্ধে কোমলপ্রাণ নক্ষত্র, মত্ত-মধুপ-গুঞ্জন-বিহ্বলা পদ্মিনী,—প্রতি পত্রে কোমলতা, প্রতি পত্রে প্রেম ভক্তি। রাধিকা সপুষ্প বনবল্লরী, স্পর্শসহনাক্ষম কামিনী-পুষ্প; কিন্তু সীতা আগুনের ফুল—সতীত্বের ব্রহ্মাস্ত্র—কুলবধূর বিজয়-কেতু! সেই বিজয়-কেতুর উপরে

আঁকা—"আদর্শ নারী।" কিন্তু রাধায় যাহা, তাহা সীতায় নাই। রাধার ধাত্রী, মাতৃগর্ভ হইতে পতনের পরেই, প্রেম-মন্ত্র কর্ণে দিয়াছে; রাধা, জন্মিয়াই "কুহু" বলিতে শিক্ষা করিয়াছেন। রাধা স্কুলের বালকের ন্যায় প্রেমের পাঠ মুখস্থ করিয়া, শিখিয়াছেন,—

"প্রেম ক'রে রাখালের সনে,
ফির্তে হবে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে,
সখি আমায় যেতে যে হবে গো!
রাই বলে বাজলে বাঁশি,
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল,
করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।
হইলে আঁধার রাতি,
পথ-মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিতে শিখিতেম
সদা আমায় চলতে যে হবে গো
কণ্টক কানন মাঝে!
আনি বিষ-বৈদ্যগণে,
বসিয়ে নির্জ্জন বনে,
তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলেম কত—
কত যতন করে গো—
ভুজঙ্গ-দমন লাগি।"

সীতার প্রেম—কর্ত্তব্য-পরায়ণা রমণীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান-শাসিত প্রেম। তাহাতে মানিনী রাইয়ের মানের তরঙ্গ নাই, প্রেমের

শত মধুর বিলাস-ক্রীড়া নাই—সীতার প্রেম আমাদিগের কুল-বধূর আদর্শ প্রেম। কিন্তু রাধিকার প্রেম—ভগবদ্-ভক্তিমুক্তি-প্রসূতি। রাধা, প্রেমের প্রতিভা—প্রেমের যোগ-সাধন!

বাঙ্গালী, স্রোতস্তাড়িত পুষ্পের ন্যায় আশ্রয়পরিত্যক্ত হইয়া ভগবৎ-চরণে ঠেকিয়া, শ্রীপাদপদ্ম শোভা করিয়াছে,—রাধিকা সেই পুষ্পের ইতিহাস। বাঙ্গালী জীবন ভিন্ন, এরূপ ভগবৎ-ভক্তি-চন্দন-তরু—এরূপ ঈশ্বর-প্রেম-কুসুম অন্য উদ্যানে জন্মিতে পারে না। রাধার প্রেমেতেই গঠন, প্রেমেই রাধার জীবন, রাধা প্রেমময়ী! অন্য দেশে নায়িকার প্রেম আছে, কিন্তু সে প্রেমে আত্মাভিমান আছে, ক্রোধ আছে, হিংসা আছে, দুষ্প্রবৃত্তি অনেক আছে। কিন্তু রাধাচরিত্রে প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তবে যে রাধা মানিনী, সে মান সেই প্রেমেরই লহরী; তবে যে রাধা অভিমানিনী, সে অভিমান সে প্রেমেরই লহরী। রাধা প্রেম ভিন্ন কিছু জানে না; সে ভাবে, যে যাহাকে প্রেম করিতে পারে, তাহাতেই তাহার মুক্তি-ফল। রাধার প্রেমে—বিশুদ্ধ ভগবদ্-ভক্তি; রাধার প্রেম—ধর্ম্ম। ইহা কুলস্ত্রীর অনুকরণীয় নহে—নবজলধর হেরিয়া যদি বঁধু-ভ্রমে কুলস্ত্রী মূর্চ্ছিতা হন, "কুহু" শুনিলে যদি "উহু" করেন, বিরহে যদি যমুনার নীলতরঙ্গে ঝাঁপ দিতে যান, তবে বঙ্গীয় 'অফিসর'-বীরের আর উপায় নাই! যিনি কুলস্ত্রীর পথ-প্রদর্শিকা, কারিগরের কারিগরির বিচিত্র নমুনা, আদর্শ রমণী, সেই কুলস্ত্রীর পূজনীয়া, সীতা-চরিত্র বঙ্গ-গৃহে অভিনীত হউক—ভারত নিশ্চিত উন্নতি-সোপানে অধি-রোহণ করিবে।

রাধা পুষ্প হইতেও কোমলা; কিন্তু সেই কুসুমে সর্ব্ব-দুঃখ-

সহনক্ষম দৃঢ়তা—প্রেমের জন্য। এই ভক্তি, এই প্রেমই চৈতন্য-দেব দেখাইয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের জীবন বাঙ্গালীর শুভ-দিকের ইতিহাস। চৈতন্যে যে উৎকৃষ্ট গুণ নাই, বাঙ্গালীতে তাহা নাই। তাই সে গুণ অনুকরণ করিতে গিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, বিশ্ব কপাট খুলিয়া এক শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহার নীল বপু-বিনোদ দেখিয়া চিত্ত উল্লাসিত হইয়াছিল, সেই শোভান্বিত পদ্ম দেখিয়া মন ভ্রমর হইয়া গুঞ্জন করিতে চাহিয়াছিল, কোকিল হইয়া পঞ্চমে ঝঙ্কার দিতে চাহিয়াছিল, তাঁহার হাস্যময় আনন-শ্রী দর্শন করিয়া মনে হইয়াছিল, নীলপক্ষী হইয়া বিমানে উড়িয়া যাই, যে রূপ দেখিয়াছিলাম, একবার কণ্ঠস্বরে তাহা রাগিণী বাঁধিয়া আলাপ করি। কত সুরই কণ্ঠে উঠিল, কিন্তু রাগিণী হইল না। সেইরূপ দেখিয়া, সেই প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণদায়ী বংশী-স্বর শুনিয়া, মনে হইয়াছিল, নীল জীমূতে বসিয়া সেই তপস্যা করি, সেই পঙ্কজ-নিন্দিত চরণ-শ্রী ধ্যান করি। চৈতন্য তাহাই করিয়া-ছিলেন, তাই তাঁর শরীরে দিব্য-প্রভা ফুটিয়াছিল, তাই তাঁর শুভ্র যশে বঙ্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সেই রূপ দেখিলাম, সেই দিব্যবাসে নাসারন্ধ্র পরিপূরিত হইল; নীলাকাশ-পার্শ্বে নীল সুন্দর গিরি-নিভ সেই দেহযষ্টি বিরাজিত ছিল, হস্তে মনোলোভা বাঁশি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! আহা, কি দেখিয়াছিলাম! প্রকৃতি প্রফুল্ল রাজীব-সমুচ্চয়ে শ্রীপদে অঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে-ছিলেন; কেবল আমি পারিলাম না। কত কাঁদিয়াছিলাম; মনে হইয়াছিল, দিব্য রাগিণীতে সেই বাঁশী গাইয়াছিল,—"চিত্ত শুদ্ধ কর, বৃন্দাবন না হইলে তিনি আসেন না।" তখন বলিয়াছিলাম, —"কর-চরণকৃত অপরাধ, প্রভো, ক্ষমা কর; কায়জ-কর্ম্মজ

কলঙ্ক অপনয়ন কর; শ্রবণজ-নয়নজ পাপ হইতে মুক্তি প্রদান কর; হে করুণাজ্ঞ, রমণ, বাঞ্ছিত, বিদিত, অবিদিত, পাপ ক্ষমা করিয়া দীনকে স্পর্শ কর।" স্পর্শ পাইয়াছিলাম—সে মুহূর্ত্তে জ্ঞান ছিল না। কে বলিবে, সে স্পর্শ স্বপ্ন! তাহা যদি স্বপ্ন হয়, তবে পৃথিবীর এ কান্তি—এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষীভূত আকৃতি, অসত্য। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলাম, দশেন্দ্রিয় করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; বন-কুটজ বন-মল্লিকা সেই স্পর্শে শরীরে সঞ্চার হইয়াছিল। আমার হৃদয়ে কে যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত করাইয়া দিয়াছিল। তাহা যদি অসত্য হয়, তবে কি এই জড় পৃথিবী, এই মাটির দেয়াল, আর প্রস্তরের পাহাড় সত্য? সেই দিন আমার শিরে পঙ্কজ ফুটিয়াছিল; আমি নিজের শোভায় নিজে শোভান্বিত হইয়াছিলাম। সে শোভা ভাসিয়া আসিয়া, ভাসিয়া কোথায় গেল! সেই নীল-জীমূত-সুন্দর চক্ষুর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যপট কোথায় লুকাইল?

আমাকে পাগল করিয়া, প্রাণ হরিয়া, প্রভো, কোন্ দিকে গিয়াছ? ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, মন্দ-বসন্তানিল-প্রবাহে, পদ্ম-প্রবালোদ্গম-চারুপত্রচ্যুত কুসুম-গন্ধে, সেই পুণ্যগন্ধের আভাস পাই; মনে হয়, চক্রবাক হইয়া কেন সে সুধা পান করিলাম না!—সে অমূল্য নিধিকে ধরিয়া কেন কণ্ঠ-হার করিলাম না!

হিন্দু, সৌন্দর্য্যের ভক্তি—পূজক—সেবক। হিন্দুর দেশের মত এমন সুন্দর দেশ কোথায়? চন্দন-সিক্ত সকুসুম-স্রোতঃ-ধারিণী গঙ্গা-নীরে স্নাত হইয়া, হিন্দু দেহ মন পবিত্র করিতেন। সে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কত স্তোত্র আছে, কত কবিত্ব-লহরী আছে। যে সে পবিত্র গঙ্গানদী আর এ সুন্দর গাঙ্গেয় প্রদেশ

দেখে নাই, সে এ শোভা ধারণা করিবে কিসে? হরিদ্বার হইতে সুরধুনী, বিষ্ণুপদচ্যুতা হইয়া, ভারতের শস্য-শ্যামল-ক্ষেত্র রঞ্জন করিয়া ভাসিতেছেন; কোথাও গঙ্গার জলাভিঘাতে অট্টহাস্য, কোথাও গঙ্গা সফেন নির্ম্মল-হাসিনী। কোথাও গঙ্গা আবর্ত্ত-শোভিনী, কোথাও জলরাশি বেণীকৃত। এখানে গঙ্গা স্নিগ্ধ-স্তিমিতগতি, আবার কোথাও নির্ম্মলোৎপল-সঙ্কুলা, হংস-সারস-চক্রবাক-শোভিতা বেগশালিনী। আবার স্থানান্তরে, তীরস্থ দ্রুম-মালায় চারুকৃতা কুমুদ-কুট্মলপূর্ণা। গঙ্গার মত এমন নদী কোথায়? তোমার টেমস্, টাইবার, সিন, গঙ্গার পদে বলি দেই —তাই হিন্দু গঙ্গার উপাসক! ভারতের যে দিকে চাই, সেই দিকেই ত শোভা! কুমুদ, কুন্দ, কুটজে, এত সুরভি কোন দেশে? তাই হিন্দুর কবি, বাল্মীকি হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত, প্রকৃতি-বর্ণনা করিতে যাইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন; তাই এত সৌন্দ-র্য্যের লহরী, তাই কালিদাসের প্রতি শ্লোকে উপমার শোভা। হিমানীরঞ্জিত গিরি হইতে সবুজ ঘাসাবৃত উপত্যকা শস্য-শ্যামল সমতল পর্য্যন্ত, চতুর্দ্দিকে শুধুই শোভার বাজার!

এই শোভা দেখিতে দেখিতে, শোভান্বিত হইতে চাহিয়া-ছিলাম। গঙ্গা-ধারার হীরকোজ্জ্বল বাল-ভানুকর-স্নাত উর্ম্মি একটী একটী করিয়া ভাসিয়া গেল; শারদীয় গগনের চন্দ্রিকারঞ্জিত মেঘগুলি একটী একটী করিয়া ভাসিয়া গেল; সরসী-বক্ষে যে পূজান্তে নিক্ষিপ্ত জবারাশি বাতভরে তরঙ্গাভিহত হইয়া দুলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা একটী একটী করিয়া ভাসিয়া গেল; শতদলের প্রতি দল শুকাইল, আশার পরাগ নির্গন্ধ হইল; তবু ত শোভা ফুরাইল না—নীল সাটি-তুল্য বিস্তৃত আকাশ-প্রাঙ্গণে

নক্ষত্রের উজ্জ্বল বিন্দু মিশিল, তবু ত শোভা ফুরাইল না! একটী পুষ্প শুকাইলে, অলক্ষিত-করে কার অঙ্গুলি তৎস্থানে অন্য একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়া যায়? আমি সেই চির-শোভমানকে দেখিতে চাই। বড় দুঃখ রহিল, ছায়া দেখিলাম, বিটপী দেখিলাম না; গুণ দেখিলাম, গুণধরকে দেখিলাম না; রূপ দেখিলাম, রূপবানকে দেখিলাম না। প্রকৃতি! কবাট খোল, সে শ্রীরূপ আর একবার দেখাও! এই ভারতক্ষেত্রের যুধিষ্ঠির, রাম, চৈতন্য-পদাঙ্কধারী পবিত্র রজঃ অঙ্গে মাখিয়া, সেবক দণ্ডায়মান; দ্বার খোল, শোভাময়ী, সারস-ক্রৌঞ্চ-নাদিত গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে যে প্রভুর সুস্বরের আভাস পাই, হিমালয়ের উচ্চতায় যে প্রভুর মহত্ত্ব দেখি, শিশির-নিধি ও ক্ষুদ্র কুসুম-গন্ধে যাহার পবিত্র অঙ্গ-বাস অনুভব করি, সেই দিব্য-মাল্যধারী, দিব্য-গন্ধানুলেপিত-দেহ প্রভুর পদে, শিশির হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিব, প্রস্ফুট কুসুমগুচ্ছ হইয়া শ্রীপদে অঞ্জলি হইব—প্রকৃতি, একবার দ্বার খোল! তাঁহাকে কি নাম ধরিয়া ডাকিব? যাহা সুন্দর, তাহাই তিনি; তবে যাহা যাহা সুন্দর, তাহাই তাঁহার নাম জানিয়া ডাকি। তবে একবার ডাকি, হে প্রস্ফুট শতদল, হে উষার ললাট-সিন্দূর বালভানু, হে কুন্দগুল্মনীলাশোক ভ্রমরশালী নীলোৎপল, সান্ধ্য-বাততরঙ্গ-চালিত বিকশিত নবদলসুন্দর কুমুদময় তড়াগ-নীর, হে হিমাদ্রি-শৃঙ্গার্দ্ধে নীলজীমূত, হে এল্লাইন-গিরিশৃঙ্গে ত্রিযামা-গতে-উদিত শশিলেখা, হে চন্দ্রিকা-স্নিগ্ধ রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-সমুচ্চয়, হে জননীর স্নেহ, যৌবনের প্রেম, বার্দ্ধক্যের জ্ঞান, শিশুর নির্ম্মল হাসি, এ সব প্রভো তোমারই নাম—তোমার কোটী রূপ, তোমার কোটী নাম। এ গুলি কি তোমার নাম নয়, সে গুলি

কি তোমার রূপ নয়? এই শোভার সমষ্টি তুমি, ব্রহ্মাণ্ড তুমি। আমি প্যান্থিজ্‌ম (Pantheism) কি বেদান্ত-দর্শন বলিতেছি না; প্রফুল্ল-চিত্তে প্রভো, সর্ব্বত্র তোমার গুণ-সংগীত গীত হইতেছে, তাই শুনিতেছি; দয়া করিয়া এ পর্ণ-কুটীরে এস—রাজেন্দ্র কি দীন প্রজার গৃহে পদার্পণ করেন না?

বিলাতী সভ্যতা।

যে ইংরেজ জাতি সভ্য বলিয়া আজ অনেকের আদর্শ ;—হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত যে জাতি আজ কতকগুলি হিন্দু-স্থানবাসীর আদর্শ ; এই পতিত দেশের কোন কোন পতিত-ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যে জাতিকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া দেবপূজা ভুলিয়া তাহাদিগের অর্চ্চনা করিতেছেন ;—সেই আদর্শ-জাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা একবার দেখিবার বিষয় বটে। ইংরেজ! তুমি স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের ভোক্তা, তুমি পতিত হিন্দুজাতির আদর্শ!! তোমার রূপ একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইব! যদি তুমি শুধু দেবমূর্ত্তি দেখাইয়া, চক্ষে ধাঁধা দিয়া থাক, তোমার অন্তরের রূপ যদি জঘন্য কদাকার হয়, তবে সে পরিচয় ভাল করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ প্রতারিত হইতে চায় কে ?

তুমি চক্ষে অনেক ধাঁধা দিয়াছ ; বিদেশকে স্বদেশ করিতেছ রেল-ষ্টিমার-বন্ধনে। যাহা ন' মাস ছ' মাস দূরে ছিল, তাহা আজ বাড়ীর নিকট ! আজ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বে, আজমীর, কাশ্মীর কোথায় থাকিত, আর বঙ্গদেশ কোথায় থাকিত ?—তোমার রেল-গাড়ীতে আজ দূরকে সম্মুখ করিয়াছ—যোজন-পরিসর ভূমিকে একপাদ তুল্য করিয়াছ। আর তোমার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ!—উনবিংশ শতাব্দীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি!—ভারতবাসীর চক্ষে ধাঁধা পড়িয়াছে, চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছে! চতুর্দ্দিকে জ্যোতি, জ্যোতি—কেবলই জ্যোতি দেখাইতেছ, আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। এই দেখ, বিস্ময়ে বিশ কোটী ভারতবাসী আজ তোমার—পদে লুটাইয়া! ঐ দেখ, বিশ কোটী ভারতবাসী—তাহাদের দেবমন্দির

ভাঙ্গিয়া তোমার জন্য মন্দির রচনা করিতেছে। তোমার অপূর্ব্ব শক্তি—ফরাসী-লেখক যাহা ব্যঙ্গস্থলে লিখিয়াছেন—তাহা সত্য।

The Indian Empire of two hundred and forty millions of people ruled by princes covered with gold and precious stones,—who black John Bull's boots and are happy.

ইংরেজীটার ভাবার্থ এইরূপ ;—

"মণিমুক্তাময়ী, স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমির চব্বিশ কোটী লোক দেশীয় রাজগণের সহিত, হে ইংরেজ! হে বৃষ! তোমার বুটজুতা বুরুষ করে এবং সুখে থাকে।"

বৃষ!—এই উনবিংশ শতাব্দীর জন্য হিন্দুস্থানের দেব! একমেবাদ্বিতীয়ম্! তবে তোমার অন্তর টুকু ভাল করিয়া কষ্টি পাথরে কষিয়া, তার পর বন্ধুত্ব স্থাপন করিব।

প্রথমতঃ, নীতি-বিষয়ে তোমার রূপ দেখিব। তুমি বন্ধুত্ব, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, সতীত্ব—যাহা হিন্দুস্থানে চিরপূজ্য, তাহা তুমি কতদূর বুঝ—একবার দেখা উচিত। হিন্দুস্থানে বন্ধুত্ব বুঝাইতে—শ্রীদাম সুদাম; প্রেমলীলা বুঝাইতে—চৈতন্য; ভক্তি বুঝাইতে—প্রহ্লাদ; সতীত্ব বুঝাইতে—সাবিত্রী; কর্ত্তব্য বুঝাইতে শ্রীরামচন্দ্র লীলা করিয়া গিয়াছেন,—সে লীলা-লহরী শুনিলে পাষাণ গলে,—তাহা ভারতের হিমাদ্রিশৃঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত,—তাহা গৃহস্থের গৃহের প্রতি তরুতে অঙ্কিত,—তাহা ভারতের প্রতি সাধুপুষ্পিত উদ্যানে, লতাপংক্তি-বিরাজিত তোরণে, গৃহে, সরে, পণ্যশালায়—হিরণ্ময় অক্ষরে অঙ্কিত। আর বাহির ছাড়িয়া যদি অন্তর দেখ,—তবে দেখিবে, ভারতবাসীর হৃদয় নিভৃতে সুরঞ্জিত মানস দৃশ্যপটে সেইরূপ চিত্রাঙ্কিত।

আমরা প্রথম, দেখিব, তুমি নীতিবিষয়ে আমাদের আদর্শ হইতে পার কি না? প্রথম তোমাদের স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধে দেখিব। হিন্দুস্থানে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। প্রথম তিন জাতি যথাক্রমে ৮ম, ১১শ ও ১২শ বৎসরে উপবীত গ্রহণ করেন। সেই শৈশব হইতে তাহাদের ধর্ম্মজীবন আরব্ধ হয়। যখন জ্ঞান উন্মেষিত হয় নাই, তখন মনুষ্যের সহিত পশুর পার্থক্য নাই। শিশুকে কবি দেববৎ নির্ম্মল ভাবিতে পারেন, কিন্তু যুক্তি দ্বারা দেখিলে, শিশু পশু-জাতির তুল্য অজ্ঞান। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শিশুর জ্ঞান উন্মেষিত হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে হিন্দু তাহার গতি ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত করিতে প্রয়াসী। কারণ, জ্ঞান যদি পাশবাচারে নিযুক্ত হয়, তবে সে জ্ঞান ব্যাধি। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, সংযম, ঈশ্বর-চিন্তা,—এই সব গুরুতর ব্যাপারে ৮ম বর্ষেই শিশু ব্রতী হইল। কিন্তু স্ত্রী-জাতির উপবীত গ্রহণ প্রথা নাই;—তবে অতি অল্প বয়সে তাহাদের বিবাহ দিবার জন্য শাস্ত্রের ব্যবস্থা—অর্থাৎ, অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, নবমে হইলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, দশমে হইলে তার চেয়েও অল্প। এইরূপ স্ত্রীজাতির উপবীত সংস্কার না থাকিলেও, যত শীঘ্র তাহাদিগের ধর্ম্মজীবন গঠিত করিয়া তাহাদিগকে ব্রতধারিণী করান যাইতে পারে, তজ্জন্য হিন্দুশাস্ত্র চেষ্টিত।

যে ব্যক্তি বলে, বাল্য-বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা, সে মূঢ়। সেই অতি শৈশব হইতে বালিকা একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া, মনোবৃত্তি-সংযম-অভ্যাস করিয়া ব্রতধারিণী হইয়া থাকিবে; তাহার স্বামীই একমাত্র লক্ষ্য; আজন্ম এক দেব-সেবায় তাহার নিজের অন্য স্বার্থ বিস্মৃত হইতে হইবে। হিন্দুর

নিকট বিবাহের তুল্য পবিত্র কার্য্য আর নাই। স্ত্রীর উদ্দেশ্য স্বামি-পূজা। এক দেবতা পূজা করিয়া যদি চিত্তশুদ্ধি করিতে পারে, ইন্দ্রিয়-নিরোধ শিখিতে পারে, স্বার্থ গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিতে পারে—তবে সে দেবতা, না হয়, নিরাকার নাই হইলেন—স্ত্রী যদি স্বামি-পূজা করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন, তবে তাঁহার অন্য দেবপূজার আবশ্যক নাই। ইহাকে যদি পৌত্তলিকতা বল,—সে পৌত্তলিকতা হিন্দুস্ত্রীর মাথার ভূষণ। আমাদিগের গৃহে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পতিরূপে যে সব দেবতা বিরাজ করেন, তাঁহাদিগের জন্য স্বার্থত্যাগ না শিখিলে, জিতক্রোধ, সংযতেন্দ্রিয় না হইতে পারিলে, সংসারে তোমার কোন শিক্ষাই হইল না। এখন বিলাতে বিবাহ-পদ্ধতি দেখা যাক্।

A girl goes out one fine morning to post a letter and on her return, informs her parents that she is married.—*John Bull and his Island, P. 41.*

অর্থাৎ,—"এক বালিকা কোনদিন সুপ্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর হয় ত একখান পত্র ডাকঘরে দিতে গিয়াছেন; বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কন্যা, পিতামাতাকে জানাইলেন যে, পথে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।"

A son writes to his parents, "I am about to be married" or "I am married". "We are glad to hear it" answer the parents; "We shall be happy to make the acquaintance with your wife".—*John Bull.*

ইহার অর্থ এইরূপ;—"বিলাতী পুত্র, বিলাতী পিতাকে

লিখিতেছেন—'আমি বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি', অথবা 'বিবাহ করিয়াছি'। পিতা উত্তর দিলেন,—'শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম,—তোমার স্ত্রীর সহিত পরিচিত হইলে, আমরা সুখী হইব'।"

বিলাতে বিবাহ শিশুর খেলা—ইন্দ্রিয়ের লীলা, একটী কপোত এক প্রান্তে আহার খুঁজিতে গেল, এবং একটী কপোতীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিল। ধর্ম্মোদ্দেশ্য যত দূর, তাহা স্বল্পায়াসেই বুঝা যাইতে পারে! আমরা বিবাহ করি পুত্র-উৎপাদন জন্য—"পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা ;" পুত্র কেন? "পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।" আর বিলাতী-বিবাহ ভালবাসার জন্য। সে ভালবাসাও আবার কিছুই নহে; কেবল, ষোড়শোপচারে ইন্দ্রিয়-সেবা। পুত্র-উৎপাদন জন্য হিন্দু বিবাহ করেন। এথানে স্বীয় ভোগবাসনা নাই, ইন্দ্রিয়-সেবা নাই; হিন্দু আজন্ম ধর্ম্মব্রতধারী।

ইউরোপীয় বিবাহ ইতর জাতির বিবাহের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সেবার অস্থায়ী চুক্তি। ১৭৯৩ সালে ৩ মাসের মধ্যে পারিস নগরে ১৭৮৫টী বিবাহের মধ্যে ৫৬২টী ডাইভোর্স (অর্থাৎ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন) হইয়াছিল—প্রায় একের তিন সংখ্যা। আর বাকী নয় মাসে অবশিষ্ট সংখ্যাও শূন্য হইবার সম্ভাবনা; সে বিষয়ের সংবাদ ঠিক জানি না।

তৎপর তাহাদের ব্যভিচার গুলি দেখুন। জারজ সন্তান বলিষ্ঠ হয়, তাহারা মনস্বী হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক গুলিতে খুব বেশী চেষ্টা আছে, এবং উত্তম উত্তম কারণ সন্নিবিষ্ট আছে :—

Burton's Anatomy of Melancholy, Vol. I. P. 16 (*Ed, 1821.*)

Pasquier, Researches, Chap "De quelques memorables batards" and Pontus Heuterus, De Libera Hominis Notivitale. See also observations of Dr Elliotson in his edition of Bhermenbach's Ppysiology in notes to Chap. 40.

ইংলণ্ডে এবং অন্য অন্য সভ্য দেশে জারজের সংখ্যা দেখুন! পারিস নগরে ১৮৪২ সালে ২৮,২১৮টী সন্তান জন্মে; ইহার মধ্যে ১০,২৮৬টী জারজ। অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু কম সন্তান জারজ। ইহার মধ্যে ৮২৩১ টীর কে পিতা কে মাতা,—তাহার ঠিক পাওয়া যায় নাই। সমস্ত ফ্রান্সে ১৮৪১ সনে ৭০, ৯৩৮টী জারজ জন্মে। সমস্ত ফ্রান্সের লোকের হার ধরিলে প্রায় প্রতি ১২টী সন্তানের মধ্যে ১ জন জারজ। কিন্তু রাজধানী পারিস, যে স্থানে সভ্যতা খুব বেশী, সেখানে অ-জাত আর সুজাতের সংখ্যা প্রায় তুল্য (Annuaire du Bureau des Longitudes, ১৮৪৪)

১৮৩১ সালের লোক-সংখ্যা গণনায় দৃষ্ট হয়, ইংলণ্ডে, ২,৪৮,৫৫৪টী লোকের মধ্যে ১৫,৮৩৯টী জারজ। অর্থাৎ প্রতি ১৬ জনের মধ্যে এক জন জারজ। কিন্তু ১৮৪১ সনে জারজের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়। সেই বৎসরের লোক-সংখ্যা গণনা হইলে বুঝা যায়, ৩৩,০০০টী জারজ। নরোওয়ের কোন কোন স্থলে প্রতি তিনটী সন্তানের মধ্যে ১টী জারজ দেখা যায় (Census Report, 1831) সুইডেনে ১৮৩৮ খৃঃ লোক-সংখ্যা গণনায় দেখা যায়, ষ্টকহল্মে ২৭১৪টী সন্তানের মধ্যে ১১৩৭টী জারজ ভূমিষ্ঠ হয়। অর্থাৎ, প্রতি দেড়টী সন্তানের মধ্যে একটী জারজ। ১৫ জনের মধ্যে ১০ জন

জারজ। ইংরেজের লিখিত গ্রন্থে লণ্ডনের হার খুঁজিয়া পাইলাম না। পাঠক! ষ্টকহল্‌ম, পারিস প্রভৃতি রাজধানীর হার দেখিলেই লণ্ডনের একটা হার মনে মনে কল্পনা করিতে পারিবেন। অষ্ট্রীয়াতে (১৩৩৪ খৃঃ) ভিয়ানা নগরীতে ২২ জনের মধ্যে ১০ জন জারজ। সিরিয়াতে ৩ জনের মধ্যে এক জন, সিলিসিয়াতে ৭ জনের মধ্যে ১ জন। আর কত দেখাইব! শুনিতে পাই, বিলাতে জারজ উপাধি বড় দোষের কারণ নহে। ব্রিটনের আর্‌ল্‌-এর নিকট যখন উইলিয়ম-দি-কন্‌কারার আদেশ পাঠান, তখন এই ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন,—

"I William, Surnamed the Basterd"—

তাঁহার জারত্ব দারুণ যে কোনরূপ লজ্জিত ছিলেন, এই লেখায় তাহা বুঝা যায় না। ইংরাজ জাতির সতীত্বের আদর্শ কত দূর, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠে জানা যাইবে। এক জন ইংরাজ লিখিতেছেন,—

In the case of the Countess of Gloucester in the reign of Edward II, a child born one year and seven months after the death of the father was pronounced legitimate. Mr. Serjeant Rolfe, in the reign of Henry VI was of opinion that a widow might give birth to a child at the distance of seven years after her husband's decease, without wrong to her reputation. (Coke upon Littleton 123 P. note bv Mr. Hargrave ; Rolle's abridgment "Bastard" : and Le Marchant's preface to the case of the Banbury Peerage).

ইহার সংক্ষেপার্থ এই ;—"এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় রমণীর

স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর সাত মাস পরে যে সন্তান হয়, তাহাকেও স্বামীর ঔরসজাত পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে এই অপূর্ব্ব বিচার হয়। আর চতুর্থ হেনরীর সময় প্রসিদ্ধ স্যার জিয়েণ্ট রোল্‌ফ এই মত প্রকাশ করেন যে, স্বামীর মৃত্যুর ৭ বৎসর পর স্ত্রীর যদি সন্তান হয়, তাহাকে জারজ বলা যাইবে না, এবং তাহাতে উক্ত সন্তানের মাতার সতীত্ব কোনরূপ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, মাতার সম্ভ্রমহানির কোন আশঙ্কা নাই।" অদ্ভুত রাজ্য! জনবুল এই রাজ্যের অধিবাসী;—এই রাজ্যে জারজ সন্তানের নাম "Natural child"। স্বামীর মৃত্যুর পরই যদি স্ত্রীর বিবাহ হয়, তবে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত, কি দ্বিতীয় জনের ঔরসজাত, এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে, সেই সন্তান যে জনকে ইচ্ছা, তাহাকেই পিতৃত্বপদে বরণ করিতে পারিত, ইংলণ্ডে পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল।

(Ventre Inspiciend De writ).

The husband of an unfaithful wife, is not an object of ridicule in England.—*John Bull, P. 41.*

ইহার অর্থ এইরূপ;—"ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামীকে ইংলণ্ডে উপহাসাস্পদ হইতে হয় না।"

ইংরেজ কবি সেলি লিখিয়াছেন,—

"Hell is a city much like London."

ইহার অর্থ এইরূপ;—"নরকপুরী অনেকটা ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের ন্যায়।"

গত ১৮৮০ সনের লোকসংখ্যা গণনা উপলক্ষে হিন্দু শব্দ কাহাদিগের প্রতিবাচ্য জানিতে চাহিয়া, মিঃ বেভর্লি সাহেব যে উত্তর পাইয়াছেন, তন্মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

It was only the other day that we are, reminded by *high authority,* that Hindoos are only heathen, little differing from the aboriginal tribes who worship stacks and stones.—*Cencus of British India, P. 20, Vol. I.*

ইহার ভাবার্থ,—"যে ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা যায়, এমন একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন,—অসভ্য বর্ব্বর বন্যলোকের সহিত হিন্দু সন্তানের পার্থক্য সামান্যই আছে।"

বেশ, এখন আমরা জানিতে চাই, এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি কে? যদি কোন ব্যক্তিবিশেষ মেকলে সাহেবের ন্যায় হিন্দুস্থানের তণ্ডুলে জীবিকা পালন করিয়া উক্ত ভাষায় হিন্দুর ঋণ শোধ করিতেন, তবে আমরা বড় দুঃখিত হইতাম না। কিন্তু এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটী কে? আমারা বিশ্বাস করিতে চাই না, আমাদের গবর্ণমেণ্ট হিন্দুজাতির উপর এই অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন। যদি প্রকৃতই হিন্দুর উপর গবর্ণমেণ্টের এই মত থাকে, তবে হিন্দুর ভবিষ্যতের এক মাত্র নক্ষত্র আজ অতল নীলাম্বরে মিশিবে। শিক্ষিত সভ্য গবর্ণমেণ্ট প্রাচীন ইতিহাস জানেন না বলিব কি প্রকারে? আমাদের দুরদৃষ্ট, যদি গবর্ণমেণ্টকে তাহা বলিতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি না যে, উদার গবর্ণমেণ্ট ইহা লিখিয়াছেন। জানিতে চাই, এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটী কে? এক জন ফরাসী-লেখক কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—

Soil of Ancient India, cradle of humanity, hail! hail! Venerable and efficient nurse whom Centuries of brutal invasions have not yet buried under the

dust of oblivoin! hail fatherland of faith of love, of poetry and of science. May we hail a revival of thy past in our Western future.—*Biple in India, by M. Louis Jacolliot.*

"ইউরোপ প্রভৃতি প্রদেশের সভ্যতা সুদূর ভবিষ্যতেও যেন ভারতীয় সভ্যতার নিকট পৌছিতে পারে,"—ফরাসী-লেখক এই প্রার্থনাই করিয়াছেন। আর কি দেখাইব? আজ বুঝি গ্রীক কি রোমেন জাতি হইলেও, ভারতকে অসভ্য বর্ব্বর বলিতে পারিত না। যাহাদের অতীত ইতিহাস উজ্জ্বল, এমন জাতি বোধ হয় এ কথা বলিত না। গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ তুমি কোথায় ছিলে? দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে উপাধানে শির রাখিয়া যে শুইতে হয়, তাহা তুমি জানিতে না। (Green's History of English People.) অহহ! কি দৈবদুর্ব্বিপাক, সেই জাতি আমাদিগকে অসভ্য বলিতেছে। যদি মুদ্রাযন্ত্র না থাকিত, যদি ইংলণ্ডের উপর অসংখ্য বার শত্রুর বিজয়-ধ্বজা উত্থিত হইত, যদি ইংলণ্ড পর শাসন-নিগড়ে বদ্ধ হইয়া শত সহস্র বৎসর ধূলিতে লুণ্ঠিত থাকিত, তবে সভ্য ইংলণ্ডবাসী! বিদেশীকে দেখিবার যোগ্য কয়টী নিধি থাকিত বল দেখি? এক খানা সেক্ষপিয়র, এক খানা মিল, এক খানা নিউটন ভিন্ন আর কিছু থাকিত কি না সন্দেহস্থল! আর আমাদের কি আছে, তাহা কি জান না? এক গীতা গ্রন্থকেই Burnouf ফরাসী ভাষায়, Stanestan Gatti লাটিন ভাষায়, এবং ইংরাজীতে Thomson, Davies এবং প্রসিদ্ধ কবি Arnold, Gulanus গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। আর কত শত

সহস্র গ্রন্থ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, তাহা কি তুমি জান না? সভ্যতার শীর্ষস্থানে যে ভারতবর্ষের নাম, তাহা কি জান না? কাহারা বর্ব্বর ছিল, কাহারা সভ্য ছিল, তাহা কি জান না? ঋষির বংশধরদিগকে যে শাসন করিতেছ, তাহা কি জান না? তবে ঐ উক্তি কর কেন? এ সব দ্বেষ-মূলক। এ দ্বেষ শুভকর নহে। আর এ সব বলিতে ঘৃণা করি। সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই। তবে কোন্ জাতিকে আমরা আদর্শ করিতে চাই? আমরা কি এতই পতিত হইয়াছি? চক্ষুষ্মান্ হইয়াছি? চক্ষুষ্মান্ হইয়া অন্ধ হইয়াছি? রেল-গাড়িতে চড়িয়া বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে! যে দেশের স্ত্রী স্বামীকে বলিতে জানে,—

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্॥

সেই দেশের স্ত্রী কি য়ুরোপে যাইয়া সুনীতি শিক্ষা করিবে? রমাবাই, ভারতের কলঙ্ক! রুক্মাবাই ভারতের কলঙ্ক! যে তাহাদের নাম লইয়া গৌরব করে, তাহাকে হিন্দুস্থানের ত্রিসীমা পার করাইয়া দেওয়া উচিত। মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিলাতে কিরূপ, —তাহা আজ দেখাইব না,—প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইল! হিন্দুস্থানের বক্ষে ইংরেজ পাদক্ষেপ করিয়া দাপটে চলিয়া যায়, শস্যশ্যামলা জননী ভারতভূমি, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি ইংরেজ-ভোগ্যা! হিমাদ্রিশৃঙ্গে তোমার জয়-নিশান! ভারত-মানচিত্রে তোমার রক্ত-রঞ্জিকা! বৃষের হুহুঙ্কারে দিক্ স্তব্ধ! রেলে, ষ্টীমারে, জলস্থল, জাল-সূত্রের

ন্যায় বদ্ধ। তোমার প্রতাপ, ইংরেজ! ভারতব্যাপী। তোমার রাজ্যে, ইংরেজ! ভয়ে সূর্য্য অস্ত যান না। কত দেখাইলে! কত করিলে! কহিনুর লইলে! লক্ষ্ণৌ ভাঙ্গিলে! ব্রহ্ম জয় করিলে! শিখ দমন করিলে! হিমাদ্রি ভেদ করিয়া পথ করিয়াছ! বেলুনে, প্যারাচুটে ব্যোম-বিহারী হইয়াছ! কিন্তু তুমি আমাকে, আমি যাহা চাই, তাহা দেখাইলে কোথায়? সেই যে এক্ জন—এক হস্ত চন্দন-চর্চ্চিত, এক হস্ত কুঠার-আহত হইলে তুল্য জ্ঞান করিতেন, সেই শুকদেব গোস্বামীকে দেখাইতে পার কি? নব-জীমূতসঙ্কাশ, পদ্মনেত্র শ্রীরামচন্দ্র কই! যিনি পিত্রাদেশে সিংহা-সনে বসিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি পিত্রাদেশে চীরাজিন-জটাধর হইয়া বনে গমন করিলেন,—সেইরূপ কর্ত্তব্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার? সেই জনক ঋষিকে দেখাইতে পার, যিনি হস্তস্থিত কুণ্ডের ন্যায়, কুণ্ডস্থিত ক্ষীরের ন্যায়, ক্ষীরস্থিত মক্ষিকার ন্যায়, সংসারে থাকিয়াও অনুলিপ্ত ছিলেন না?

এই সাধু-পুষ্পিত, হিমাদ্রি-গঙ্গা-বিশোভিত,—বিন্ধ্যঘাট-সংর-ক্ষিত মহাক্ষেত্র,—ভারতক্ষেত্র, পুণ্যবানের পাদচারণ-ক্ষেত্র ছিল। তুমি যদি তেমন পুণ্যবান্ হইতে,—তবে ইংরেজ! তোমার পাদ-লেহন করিয়া শ্লাঘা জ্ঞান করিতাম। কিন্তু যে সব গিয়াছে, খুজিয়া ত আর তাহা মিলে না। এই অসংখ্য হিন্দু-শাস্ত্র রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল, কহিনুর হইতে মূল্যবান্;—তাহা দেখি কই? অঞ্চলে মাণিক বাঁধা, তাঁহা না দেখিয়া তুমি যে ছাই শিক্ষা দিতেছ—তাহাতেই ভুলিয়া গিয়াছি। হায়! তুমি যে শিক্ষা দিতেছ, তাহা শুধু উদরের জন্য। ব্রহ্মাণ্ডের যিনি ঈশ্বর,—তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই। সেই উদরেরই শিক্ষা তুমি দিতেছ!

হায়! যদি ডুবারি হইতাম,—যদি এই অসংখ্য রত্ন যে সমুদ্রের তলে বিরাজ করিতেছে, এই শত শাস্ত্রখনি যাহার অতল তলে ছড়াইয়া আছে—হায়, যদি ডুবারি হইয়া এই রত্নাকরে ডুব দিতে পারিতাম! যদি রত্নরাশি কুড়াইতে পারিতাম! যদি একবার অতীত ইতিহাসের জীবন্ত প্রতিকৃতি তুলিতে পারিতাম!—তবে কি ইংরেজ! তোমার শিক্ষায় ভুলি? চতুর্ব্বেদ, ষড়্দর্শন, গীতা উপনিষদ্ হস্তে, কৌপীন পরিয়া তবে হিন্দু একবার বনে যাইত! সেই বনে নির্ঝরবারি পান করিয়া, আরণ্য ফল ভক্ষণ করিয়া, একবার সুনীল সুগোল আকাশের তলে, হিন্দু সেই গ্রন্থগুলি পড়িত।

হায় সে দিন কি হইবে! পতিত ভারতে কি সেই দিন হইবে!

সম্পূর্ণ।